ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

অভিনয়ে আসার আগে কোন পেশায় ছিলেন পরিণীতি?

পৃঃ ৫

আমার কাছে দলের জন্য ম্যাচ জয়ই আসল: কোহলি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১২১ ● কলকাতা ● ২২ বৈশাখ, ১৪৩১ ● রবিবার ● ০৫ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শিরোথানী অভিযোগে,

রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজ চাওয়া হয়েছে

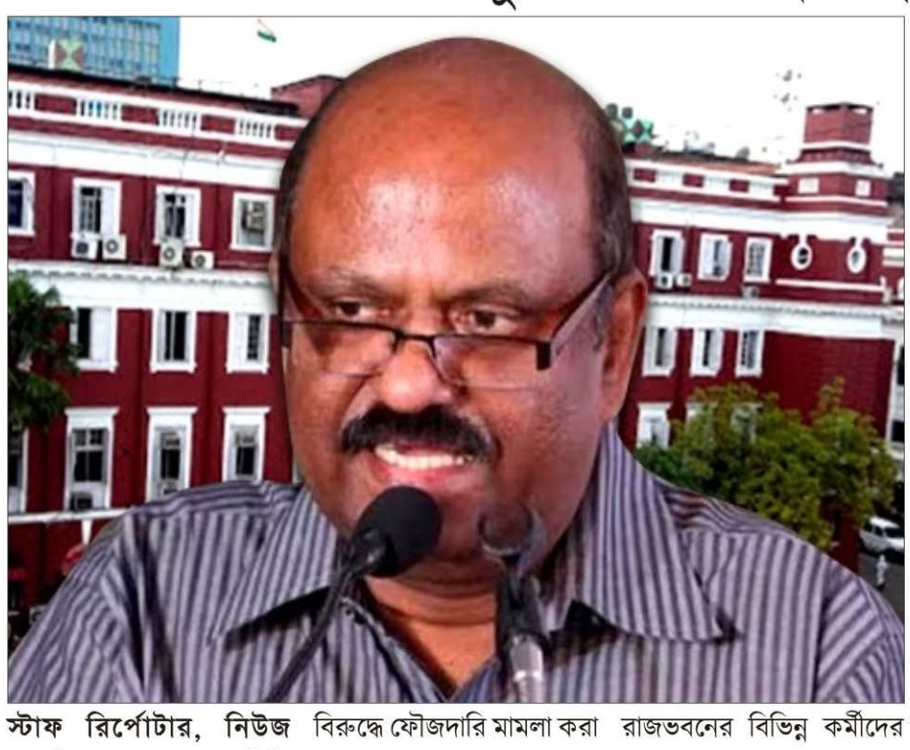

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ হয়নি। তবে যৌন হেনস্থার অভিযোগ খতিয়ে দেখতে প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু করে দিয়েছে কলকাতা পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আট জনের তদন্তকারী ওই দলের তরফে রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজ চাওয়া হয়েছে বলে খবর।উল্লেখ্য, সংবিধান অনুযায়ী দায়িত্বে থাকাকালীন রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা যায় না। তবে রাজ্যপালের পদ থেকে সরে যাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত হতে পারে। অন্য দিকে, রাজ্যপাল বোস চেন্নাই যাওয়ার আগে একটি অডিয়োবার্তায় বলেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে। তিনি তা মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, "আমি লড়তে জানি। পালাতে নয়।"পুলিশের একটি সূত্রে খবর, রাজভবনের ওসির কাছে এ নিয়ে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে শুক্রবার। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে রাজভবনের বিভিন্ন কর্মীদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলারও পরিকল্পনা রয়েছে তদন্তকারীদের। অন্য দিকে, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওঠা শ্লীলতাহানির অভিযোগকে 'ক্রিপ্টেড' বলে বর্ণনা করলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভার কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের বিষয়টি পূর্বপরিকল্পিত। বস্তুত, লোকসভা ভোটের মুখে এই পুরো বিষয়টি নিয়ে রাজ্য

এরপর ৩ পাতায়

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

মনোনয়ন ঘিরে তুলকালাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মনোনয়ন নিয়ে তুলকালাম। তমলুকে চাকরিহারাদের অনশন মঞ্চ থেকে এল চোর চোর স্লোগান। দুপক্ষের মধ্যে হাতাহাতিও হয় বলে খবর। পাল্টা স্লোগানে মুখর হতে দেখা যায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। এদিন তমলুকের রাজ ময়দান থেকে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত তিন কিলোমিটারের পদযাত্রা করেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।এক বিজেপি কর্মী বলেন, আমাদের মিছিল এখান দিয়ে যাচ্ছিল। ওরা হঠাৎ আমাদের দেখে চোর চোর স্লোগান দিতে শুরু করে। আমরা কী চুরি করেছি? অন্যদিকে ধরনা মঞ্চ থেকে এক আন্দোলনকারী বলেন, আমাদের দিকে ইট-পাখর ছুড়েছে। জলের পাউচও ছুড়েছে। আমাদের একজন শিক্ষিকা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ওরাই আমাদের বাইরে থেকে আজেবাজে কথা বলেছে। গালাগালি করেছে। আমরা প্রতিবাদ করেছি।

এরপর ৩ পাতায়

ধর্মের নামে ভোট চাওয়া নিয়ে এবার মোদিকে

পালটা দিলেন বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হিন্দু খতরে মে হ্যায়...। সেই আদ্যিকাল থেকে ভোটের ময়দানে বিজেপির ব্রহ্মাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার হয়ে আসছে এই শব্দবন্ধ। ব্যতিক্রম নয় এবারও। প্রথম দুদফার ভোটের পরই পুরোদস্তর মেরুকরণের খেলায় মেতে গিয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । ধর্মের নামে ভোট চাওয়া নিয়ে এবার মোদিকে পালটা দিলেন বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব।বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রীর কথায়, সনাতন ধর্ম খতরে মে হ্যায় বার বার বলা হচ্ছে, কারণ আসল 'খতরা' থেকে নজর ঘোরাতে চাইছে বিজেপি। তেজস্বীর কথায়, "হিন্দু খতরে মে হ্যায় যারা বলে তাঁরা লুকোতে চায় মোদি জমানায় ৬০ শতাংশ বেকার যুবকের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বিপদে। কৃষি আর কৃষক বিপদে, ব্যবসাপাতি বিপদে, মা-বোনেরা বিপদে, শিক্ষা-চিকিৎসা বিপদে। প্রধানমন্ত্রী এসব নিয়ে কথাই বলতে চান না। আসলে হিন্দু নয়, প্রধানমন্ত্রীর কুরসি বিপদে।"তেজস্বী বলছেন, ধর্মের নামে ভয় দেখিয়ে ভোটবাক্সে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে বিজেপি। মানুষের মূল সমস্যা থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা হচ্ছে। আরজেডি নেতার বক্তব্য,

এরপর ৩ পাতায়

কুণাল ঘোষের ব্যাপারে

এই প্রথম বার মুখ খুললেন অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কুণাল ঘোষের ব্যাপারে এই প্রথম বার মুখ খুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দেশখালির স্টিং ভিডিও নিয়ে শনিবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করেন অভিষেক। সেখানেই তাঁকে কুণাল ঘোষের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়।তা দেখে অনেকের ধারণা হয় যে দলের নির্দেশেই ডেরেক, ব্রাত্য ও কুণাল বৈঠকে বসেছিলেন। কিন্তু ডেরেকের বাড়িতে বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে অভিষেক বলেন, ওঁরা কী আলোচনা করেছেন, আমি কী করে বলব? ওই মিটিং নিয়ে আমি কিছু জানি না। ডেরেক এখানে রয়েছেন, ওঁকেই জিজ্ঞেস করে নিন।

বাংলার রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকের ধারণা যে কুণাল তৃণমূলের অভিষেক ঘনিষ্ঠ নেতা। কিন্তু কুণালের বিষয়টিকে অভিষেক যেভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মন্তব্য করেছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। অনেকের মতে, অভিষেকের এই প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে দলের কর্মীদের কাছেও কুণাল সম্পর্কে বার্তা দিতে চাইলেন অভিষেক।তার জবাবে অভিষেক বলেন, 'দলের শৃঙ্খলার উপরে কেউ নয়। দলের কোথাও মনে হয়েছে উনি শৃঙ্খলা ভেঙেছেন। তাই দল ব্যবস্থা নিয়েছে। এটাকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই'।

কদিন আগে উত্তর কলকাতায় এক অরাজনৈতিক অনুষ্ঠানে তাপস রায়ের সঙ্গে একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কুণাল। তাপস রায় উত্তর কলকাতায় বিজেপির প্রার্থী। ওই অনুষ্ঠানে তাপসের প্রশংসাও করেন কুণাল। এর পরই রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে কুণালকে অপসারণ করা হয়। দলের স্টার ক্যাম্পেনারের তালিকা থেকেও সরানো হয় কুণালকে। তার পর থেকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা আরও বাড়িয়ে দেন কুণাল। সেই সঙ্গে তাঁকে পদ থেকে অপসারণের বিষয়টি নিয়েও কটাক্ষ করেন।

এর পরই শনিবার দুপুরে দেখা যায় রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু তাঁর গাড়িতে কুণালকে নিয়ে ডেরেকের বাড়িতে গিয়েছেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক সেখানে বৈঠকের পর বেরিয়ে আসেন দুজনে। তার পর আবার কুণাল গান ধরেন, আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে..।

আগামী মঙ্গলবার রাজ্যে তৃতীয় দফার নির্বাচন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী মঙ্গলবার রাজ্যে তৃতীয় দফার নির্বাচন। এরপর পর পর নির্বাচন রয়েছে। দফা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে বাংলায় লোকসভা আসনও। বাড়ছে স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যাও। সেখানে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করানোটা বড় চ্যালেঞ্জ কমিশনের কাছে।অন্যদিকে তৃতীয় দফার নির্বাচন নিয়েও সতর্ক নির্বাচন কমিশন। জানা গিয়েছে তৃতীয় দফার ভোটে বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের চার আসনের জন্য ৩৩৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার জন্য মোতায়েন থাকবে ১১৪ কোম্পানি, জঙ্গিপুর কেন্দ্রের জন্য ৬৪ কোম্পানি এবং কৃষ্ণনগরের জন্য ১২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে।

গত রামনবমীর দিন উত্তেজনা ছড়ায় মুর্শিদাবাদে। এমনকি গত কয়েকদিনে একাধিক বোমা উদ্ধার হয়েছে। ফলে ভোটের দিন অশান্তির আশঙ্কা রয়েছে। আর সেই আশঙ্কা থেকেই মুর্শিদাবাদের দুই লোকসভা কেন্দ্রে বিশেষ নজর দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। বিশেষ করে কয়েকটি বুথে বিশেষ নজর।

ইতিমধ্যে এই বিষয়ে কটাক্ষ করেছেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, ওখানে আইন শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। মুর্শিদাবাদকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলাদা করার চেষ্টা চলছে। সমস্ত ক্রিমিনাল এবং অ্যান্টি ন্যাশনাল অ্যাকটিভিটি ওখানে চলছে। তৃণমূল চায় ভোট টা ওদের দিয়ে দিক। বাকি যা খুশি হোক।এই অবস্থায় বাড়ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা। পঞ্চম দফায় ৭৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখা হচ্ছে। চতুর্থ দফায় ৫৯৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী (Central Force) থাকবে বলে খবর।

আগামী ১৩ মে, চতুর্থ দফায় মোট ৮টি আসনে নির্বাচন হবে। ভোট হবে বোলপুর, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান দুর্গাপুর, আসানসোল এবং বীরভূম। পঞ্চম দফায় ভোট হবে আরামবাগ, বনগাঁ, ব্যারাকপুর, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, শ্রীরামপুর এবং হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে। ফলে বিশেষ সতর্ক কমিশন। যা খবর, চতুর্থ দফায় ৫৯৬ কোম্পানি বাহিনীর মধ্যে ৫৭৮

এরপর ৩ পাতায়

সন্দেশখালি ভিডিও কাণ্ডে,

হাই টেকনোলজির মাধ্যমে তাঁর কণ্ঠস্বর বিকৃত করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন গঙ্গাধর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালির ভাইরাল ভিডিয়োয় তাঁকেই দেখা যাচ্ছে বলে স্বীকার করে নিলেন 'সন্দেশখালি দু'নম্বর মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতি' গঙ্গাধর কয়াল। তবে তিনি বললেন, ওই ভিডিয়ো তাঁর বিরুদ্ধে 'চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্র' করে বানানো হয়েছে। 'হাই টেকনোলজি'র মাধ্যমে তাঁর কণ্ঠস্বর বিকৃত করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন গঙ্গাধর।শনিবার সকালে ভাইরাল হওয়া গঙ্গাধরের ওই ভিডিয়ো ঘিরে সকাল থেকেই উত্তাল বাংলার রাজ্য রাজনীতি। যে সন্দেশখালিকে লোকসভা ভোটের মূল 'ইস্যু' বলে তৈরি করতে চাইছিল বিজেপি, সেই সন্দেশখালির ঘটনার সত্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে ওই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পরে। তবে গঙ্গাধর তাঁর ভিডিয়োতে দাবি করেছেন, ভাইরাল হওয়া ভিডিয়ো আসলে তাঁর বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত। গঙ্গাধরের কথায়, "এই চক্রান্ত করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আইপ্যাক। সন্দেশখালির মা বোনেদের আন্দোলন, আমাকে এবং আমাদের নেতা

এরপর ৩ পাতায়

প্রশ্নবাণে রাজ্যপালকে বিঁধলেন রাজ্যের মন্ত্রী

তথা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম রাজ্য নেত্রী শশী পাঁজা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠতেই কার্যত শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। রাজ্যপাল এমন ঘৃণ্য কাজ করেছেন? এই প্রশ্নই বারংবার উঠে আসছে। শোরগোল শুরু হতেই বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে একাধিক প্রশ্নবাণে রাজ্যপালকে বিঁধলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম রাজ্য নেত্রী শশী পাঁজা।সন্দেশখালি প্রসঙ্গ টেনে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন শশী। তাঁর বক্তব্য, "একটি মেয়ের শ্লীলতাহানি হয়েছে। এটা তো ক্ষমাযোগ্য নয়। এটার বিহিত হওয়া দরকার। এতে কোনও চেয়ার (পদ) অভিযুক্তকে রক্ষাকবচ দিতে পারে না। সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে সবাই এত সরব ছিল। এখন সবাই কোথায়? আমরা তো কখনও বলিনি, সন্দেশখালিতে কিছু হয়নি। এখন যে অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়েও মানুষের মুখ খোলা দরকার। এ সবের জন্য বাংলার বদনাম হচ্ছে। বাইরে থেকে এসে বাংলাকে কলঙ্কিত করা হচ্ছে। সন্দেশখালিতে গিয়ে আপনি বলেছিলেন, নারীদের অসম্মান করা যায় না। আপনি যাঁদের অভিযোগ শুনেছিলেন, তাঁরা কি জানেন আপনার বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ রয়েছে।" তাঁর আরও সংযোজন, "রাজ্যপালের চেয়ারের (পদ) একটা গরিমা থাকে। উনি সেই চেয়ারের সম্মানকে নষ্ট করলেন। চেয়ারের সুযোগ নিয়ে উনি নোংরা কাজ করবেন, আর আইনি ব্যবস্থা

এরপর ৩ পাতায়

লালগোলায় উদ্ধার সকেট বোমা

লালগোলা: নিউজ সারাদিন : মুর্শিদাবাদের লালগোলায় উদ্ধার হওয়া সকেট বোমা নিষ্ক্রিয় করল বম্ব স্কোয়াড । শুক্রবার সকালে লালগোলার রামচন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের হোসেনপুর গ্রামে থাকা একটি কালভার্টের নিচে থেকে উদ্ধার হয় দুব্যাগ সকেট বোমা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় স্থানীয় থানার পুলিশ।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকে রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটতে শুরু হয়ে গেছে মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। চারিদিকে অস্ত্র এবং বোমাও উদ্ধার হচ্ছে। রামনবমীর মিছিলে গণ্ডগোলের জেরে তো রীতিমতো উত্তেজনা ছড়িয়ে ছিল মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। পরিস্থিতি দেখে ওই লোকসভা কেন্দ্রে ভোট পিছিয়ে দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনকে বিবেচনা করতে বলে খোদ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। এদিকে রাজনৈতিক হিংসা থেকে বোমা উদ্ধার, সবকিছুর জন্য সোজাসুজি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে দায়ী করছে বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেস। ভোটে হিংসা করে জেতার জন্যই তারা বোমা মজুত করছে বলেও অভিযোগ বিরোধীদের। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। উল্টে বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি সৃষ্টির জন্য তারা বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেসকেই দায়ী করছে। খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডকেও। কিন্তু, তারা জানায় শনিবার ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার হওয়া সকেট বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করতে পারবে। এরপরই ওই এলাকা ঘিরে ফেলে ঘটনাস্থলে পাহারায় রাখা হয় পুলিশকর্মীদের। কথা মতো শনিবার দুপুরে ওই এলাকাতে গিয়ে উদ্ধার হওয়া সকেট বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে বম্ব স্কোয়াড।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে দুটি ব্যাগে মোট ৯টি বোমা রাখা ছিল। ভোটের আগে কী কারণে কে বা কারা ওই সকেট বোমাগুলি মজুত করেছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে ওই এলাকায় তদন্ত চালানোর পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে নতুন করে সন্দেহজনক কিছু দেখা গেলে পুলিশকে খবর দিতে বলা হয়েছে।

অনলাইন জুয়ার সাইট

বন্ধের দাবি নতুনধারার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অনলাইন জুয়ার সাইট বন্ধের দাবি জানিয়েছেন নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির নেতৃবৃন্দ। ৪ মে নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী, প্রেসিডিয়াম মেম্বার বীর মুক্তিযোদ্ধা কৃষকবন্ধু আবদুল মান্নান আজাদ, রেজাউল করিম নাসির তালুকদার, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা ফারজানা, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব নিপুন মিস্ত্রী, সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াজেদ রানা এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, সিন্ডিকেট করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি-দুর্নীতির অর্থ দেশের বাইরে পাচার করার পাশাপাশি অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে একটি শ্রেণি কোটি কোটি টাকা পাচার করছে। আগামী ১ দিনের মধ্যে অনলাইন জুয়ার সাইটগুলো বন্ধ করতে ব্যর্থ হলে প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী ও বিটিআরসির পদত্যাগের দাবিতে রাজপথে কঠোর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবেন নতুনধারার রাজনীতিকগণ। অতিতের কথা যেমন তেমন, চলতি বছরের ৪ মাসে অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে ৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি দেশের বাইরে পাচার করেছে একটি দুস্কৃতিকারী চক্র। এই চক্রকে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হওয়ার পাশাপাশি সাইটগুলোও বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে আমাদের পুলিশ-প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো। এই ব্যর্থদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে বাংলাদেশের রাজনীতি-অর্থনীতি সচেতন নাগরিকগণ।

বর্তমান ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মিরাজ সেখ দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে

আবারও স্বমহিমায় উজ্জ্বল ভাবতা আজিজিয়া হাইমাদ্রাসা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রকাশিত হলো এ বছরের (২০২৪)হাই মাদ্রাসা বোর্ডের ফলাফল। মেধা তালিকায় এ বছরও জয়জয়কার মুর্শিদাবাদ জেলার ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ভাবতা আজিজিয়া হাই মাদ্রাসার। অল্পের জন্য প্রথম হতে না পারলেও দ্বিতীয় স্থান ছিনিয়ে নিয়েছে এই মাদ্রাসারই ছাত্রী তামান্না সুলতানা ।তার প্রাপ্ত নম্বর ৭৭৫. অন্যদিকে আজিজিয়ার আরেক ছাত্রী হুমায়রা খাতুন অধিকার করেছে পঞ্চম স্থান ।তার প্রাপ্য নাম্বার ৭৭১. মাধ্যমিক বোর্ডের ফলাফলে মুর্শিদাবাদ জেলার ফল আশানুরূপ হয়নি ।এ বছর মাধ্যমিক মেধা তালিকায় ৫৭ জনের নাম থাকলেও মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও স্কুলের নাম নেই। স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা হতাশা প্রকাশ করেছিলেন শিক্ষক, অভিভাবক থেকে শুরু করে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ। সেই হতাশা অনেকটাই কাটিয়ে দিল মুর্শিদাবাদ জেলার হাই মাদ্রাসা বোর্ডের ফলাফল ।মেধাতালিকার মোট ১৭

এরপর ৩ পাতায়

সিবিআইকে লেখা গঙ্গাধরের একটি চিঠিও প্রকাশ্যে এসেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি নিয়ে তাঁর বক্তব্যের যে ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে, তা 'বিকৃত'। এই অভিযোগ জানিয়ে সিবিআইয়ের ডিরেক্টরকে ই-মেল পাঠিয়েছেন সন্দেশখালির বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়াল। সাংবাদিকদের সামনে এই দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার বিকেলে একই সঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, ইতিমধ্যেই সন্দেশখালি থেকে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন গঙ্গাধর।শনিবার সকালে গোপন ক্যামেরায় তোলা একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে। তার সত্যতা যাচাই করেনি। সেই ভিডিয়োতে গঙ্গাধরকে বলতে শোনা গিয়েছে যে, সন্দেশখালিতে 'ধর্ষণের অভিযোগ সাজানো'। এ নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করে তৃণমূল। শুভেন্দু সেই আক্রমণ উড়িয়ে দিয়ে দাবি করেছেন, ভিডিয়োটি 'বিকৃত'। এ বার এ নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে সিবিআইয়ের দ্বারস্থ হয়েছেন খোদ গঙ্গাধর। সিবিআইকে লেখা গঙ্গাধরের একটি চিঠিও প্রকাশ্যে এসেছে। সেই চিঠিতে তিনি দাবি করেছেন, ওই ভিডিয়ো 'বিকৃত'। ভিডিয়োয় তাঁর ছবি এবং কথার মধ্যে কোনও মিল নেই। ভিডিয়োয় বক্তার মুখও স্পষ্ট নয়। এমন ভাবে ভিডিয়োটি এডিট করা হয়েছে, যাতে তা বোঝা না যায়। ভিডিয়ো থেকে বক্তার ঠোঁটের নড়াচড়াও স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাচ্ছে না বলেই দাবি গঙ্গাধরের। ভিডিয়োর শব্দ স্পষ্ট নয়। বোঝানোর জন্য 'সাবটাইটেল' ব্যবহার করা হয়েছে, যার প্রভাব পড়তে পারে তদন্তে। চিঠিতে তিনি আরও দাবি করেছেন, 'উইলিয়ামস' নামে একটি চ্যানেলে আপলোড করা হয়েছে সেই ভিডিয়ো, যে চ্যানেলে অন্য কোনও ভিডিয়ো নেই। ২০২৪ সালের ৩ মে খোলা হয়েছে সেই ইউটিউব চ্যানেল। ইচ্ছাকৃত 'অসাধু' উদ্দেশ্যেই এমনটা করা হয়েছে বলে অভিযোগ গঙ্গাধরের। ভিডিয়োটি এডিট করা হয়েছে বলেও নিজের চিঠিতে দাবি করেছেন। ভিডিয়োটির ১৮ মিনিটের মাথায় এক মহিলাকে সেখানে দেখা যায়। তখন ভিডিয়ো সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা হলেও অডিয়ো বন্ধ রাখা হয়নি। 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স'-এর মাধ্যমে ওই মহিলার কথাও কাটছাঁট করা হয়েছে বলে দাবি গঙ্গাধরের। তিনি এ-ও দাবি করেছেন, ভিডিয়োতে কণ্ঠস্বর তাঁর নয়। গঙ্গাধরের দাবি, সন্দেশখালি নিয়ে সিবিআই যে তদন্ত করছে, তা নিয়ে মানুষকে ভুল পথে চালিত করার জন্যই এ সব করা হয়েছে।ভিডিয়োতে বিজেপি নেতার মুখে বার বার শোনা গিয়েছে শুভেন্দুর নাম। এ প্রসঙ্গে শুভেন্দুর দাবি, এই সব কিছু 'কয়লা ভাইপোর তৈরি'। তাঁর নিশানায় যে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তা এক প্রকার স্পষ্ট। পাশাপাশি, শুভেন্দু আঙুল তুলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা শাসকদলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকেও। দাবি করলেন, ভোটে হারবেন বুঝেই এ সব করিয়েছেন। এর আগে এক্স (সাবেক টুইটার) পোস্টেও একই দাবি করেছেন শুভেন্দু। শুভেন্দু দাবি করেছেন, এই গোটা বিষয়টিই করেছে তৃণমূল। ভোটে হারবে ভয় পেয়েই এ সব করা হয়েছে। তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, "এক্স হ্যান্ডলেও

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

সন্দেশখালি ভিডিও কাণ্ডে, হাই টেকনোলজি'র মাধ্যমে তাঁর কণ্ঠস্বর বিকৃত করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন গঙ্গাধর

শুভেন্দু অধিকারীকে কলঙ্কিত করার জন্য।"

গঙ্গাধর ওই ভিডিয়োয় এ-ও জানিয়েছেন যে, তিনি এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগও দায়ের করছেন।শনিবার ভাইরাল হওয়া সন্দেশখালি সংক্রান্ত একটি ভিডিয়োয় গঙ্গাধরকে দেখা গিয়েছিল, সন্দেশখালির সমস্ত ঘটনাকে 'সাজানো' বলে মন্তব্য করতে। তিনি ওই ভিডিয়োয় এ-ও বলেছিলেন যে, শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে টাকা এবং মোবাইল দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর কথায়, "আন্দোলনটা এত দিন টিকে আছে কেন? তিনটে ছেলে এ দিক-ও দিক যাচ্ছে, গোটাটা দেখছে। শুভেন্দুর আমাদের উপরে আস্থা আছে। এই আন্দোলনকে থামানোর ক্ষমতা নেই কারও। শুভেন্দু এক বার ঘুরে গিয়েছে, তাতেই আন্দোলন এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে।" এর পাল্টা তাঁকে প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করেন, "শুভেন্দুদা তাঁর লোকদের দিয়ে টাকা পাঠালেন, মোবাইল পাঠালেন। সব রকমের সহায়তা করছেন। খালি হাতে তো কিছু হয় না?" জবাবে গঙ্গাধর বলেন, "না। খালি হাতে কিছু হবে না।" আমার অবশ্য এই ভাইরাল ভিডিয়োয় সত্যতা যাচাই করেনি । তবে শনিবার বিকেলে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করে গঙ্গাধর নিজেই জানিয়েছেন, ভিডিয়োতে যাঁকে দেখা যাচ্ছে, সেই ব্যক্তি তিনিই, তবে তাঁর কণ্ঠস্বর প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে বিকৃত করা হয়েছে।অন্য দিকে, সন্দেশখালির আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন যে রেখা পাত্র, যিনি এখন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীও, তিনিও শনিবার গঙ্গাধরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, "ভয় দেখিয়ে ওঁকে দিয়ে এ কথা বলানো হয়েছে। যা বলা হয়েছে তা সত্য নয়।"

এরপর ৪ পাতায়

শ্লীলতাহানি করে রাজ্যপাল কেরলে পালিয়ে গিয়েছেন দাবি অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শনিবার বিকেলে তৃণমূল ভবনে সংবাদিক সম্মেলন করে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, শ্লীলতাহানি করে রাজ্যপাল কেরলে পালিয়ে গিয়েছেন। যেমনটা দেবগৌড়ার নাতি এইচডি রেভান্না বিদেশে পালিয়ে গিয়েছেন, শতশত মহিলাকে ধর্ণের পরে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এক সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন, রাজভবনের তথ্য ফাঁস করেছিলেন ওই মহিলা।সাক্ষাৎকারে রাজ্যপাল আবারও দাবি করেছেন, সত্যের জয় হবেই। তিনি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকে পাত্তা দিচ্ছেন না। আর পুলিশকে তাঁর বার্তা, যেন তাঁর সঙ্গে খেলা না করেন। শুধু সংবিধানের নিয়মের মধ্যেই খেলুন, বলেছেন রাজ্যপাল। ফের একবার তিনি বলেছেন, এই অভিযোগ তুলে কেউ তাঁকে দুর্নীতি প্রকাশ এবং হিংসা বন্ধ করা থেকে দূরে সরাতে পারবে না।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও শ্লীলতাহানির ওই অভিযোগ নিয়ে সরব হয়েছেন। এব্যাপারে রাজ্যপাল বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে। কিন্তু এখন তিনি (রাজ্যপাল) মনে করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্মানের যথাগ্য নন।তাঁকে ফোন করে ডাকা হয়েছিল, কিন্তু সে ওই অভিযোগের কোনও উত্তর দিতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কেরলে যাওয়ার পরিকল্পনা আগে থেকেই ছিল। সেই অনুযায়ী তিনি নিজের রাজ্যে গিয়েছেন। যাওয়ার আগে সিভি আনন্দ বোস সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক বলেও বর্ণনা করেন।

এক সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সিভি আনন্দ বোস দাবি করেছেন, অভিযোগকারী একটি রাজনৈতিক দল দ্বারা চালিত হয়েছিল। তিনি আরও দাবি করেছেন, সেই রাজনৈতিক দলেরই এক নেতা তাঁকে বলেছেন, ওই নেতা রাজ্যপালের ভাবমূর্তি

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শিরোথানী অভিযোগে, রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজ চাওয়া হয়েছে

রাজনীতিতে শোরগোল শুরু হয়েছে।রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছেন রাজভবনেরই এক অস্থায়ী কর্মী। এ নিয়ে তিনি বৃহস্পতিবার হেয়ার স্ট্রিট থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। শুরু হয় শোরগোল। এ নিয়ে নির্বাচনী সভা থেকে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তিনি বলেন, "একটা মেয়ে রাজভবনে চাকরি করত। তার সঙ্গে কী ব্যবহার করেছেন মাননীয় রাজ্যপাল?" মমতা আরও বলেন, "আমার কাছে একটা নয়, হাজারটা ঘটনা (অভিযোগ) আসছে। কিন্তু কালকের মেয়েটির কান্নায় আমার বুক ফেটে গিয়েছে।" পাশাপাশি, এ নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে খোঁচা দিয়ে বলেন, "সেখানেই (রাজভবনে) তো কাল রাতে থেকে এলেন। কিছু তো বললেন না?" এর মধ্যে তদন্তকারী দল শুক্রবার রাজভবনে গিয়ে সেখানে কর্মরত কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলে এসেছে। আর শনিবার নিউ টাউনের ইকো পার্কে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে এই ইস্যুতে তৃণমূলকেই একহাত নিয়েছেন দিলীপ। বিজেপি নেতার কথায়, "পুরো স্ক্রিপ্ট তৈরি ছিল। ওরা একাই চেঁচাচ্ছে। সবাই জানে এর পিছনে কে আছে। তৃণমূল মহিলাদের সম্মান করে না।তাঁদের ব্যবহার করে। এখানেও এক জন মহিলাকে ব্যবহার করা হয়েছে। সম্মাননীয় মানুষকে কী ভাবে অপমান করতে হয়, তৃণমূল তা দেখিয়ে দিয়েছে। তৃণমূলের এই নিকৃষ্ট রাজনীতি একদিন তাঁদের পতনের কারণ হবে।"

২ পাতার পর

সিবিআইকে লেখা গঙ্গাধরের একটি চিঠিও প্রকাশ্যে এসেছে

গঙ্গাধরকে নিয়ে পোস্ট দিয়েছি। এটা কয়লা ভাইপোর তৈরি।" পাশাপাশি, তিনি আইপ্যাক সংস্থার এক কর্মীকেও দায়ী করেছেন। তাঁর কথায়, "তমাল বলে এক জন আইপ্যাকে রয়েছেন। তিনি আগে পোর্টালে ছিলেন।" শুভেন্দুর দাবি, তমালই রয়েছেন এ সবের নেপথ্যে। তবে 'ভাইপোর বিরুদ্ধে' অভিযোগ করার জন্য গঙ্গাধর সিবিআইয়ে যাচ্ছেন। শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, "পুরো বিষয় নিয়ে অনেক দূর যাব।" গঙ্গাধরের মুখে বার বার শুভেন্দুর কথা শোনা গিয়েছে। ভিডিয়োতে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, "শুভেন্দুদার নির্দেশেই আমরা এই কাজ করেছি। উনি আমাদের সাহায্য করেছেন। শুভেন্দুদা বলেছেন, এটা না করলে, তাবড় তাবড় লোকদের গ্রেফতার করানো যাবে না। আমরাও ওখানে দাঁড়াতে পারব না।"

এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু সাফ জানিয়েছেন, 'অসাধু উদ্দেশ্যেই এ সব করা হয়েছে। নিজের দাবির সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে শুভেন্দু জানিয়েছেন, সন্দেশখালির মহিলাদের হেনস্থা নিয়ে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল। তাঁর কথায়, "সন্দেশখালির মুখ পীড়িত মহিলারা। ৩৮৯টি অভিযোগ হয়েছে। কিছু পুলিশের কাছে জমা পড়েছে। পরে প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়ালের নেতৃত্বেও অভিযোগ জমা পড়েছে। তৃণমূল দাবি করেছে, ২৩৯টি জমি ফেরত দিয়েছে। পুলিশ নিজে তিনটি ধর্ষণ, হেনস্থার এফআইআর ট্রিট করেছে। সব কি মিথ্যা?" শুভেন্দুর কটাক্ষ, নির্বাচনে হারবে বলে এ সব করেছে। এর আগে এক্সেও একই দাবি করেছেন শুভেন্দু। তিনি লিখেছেন, "সত্যকে ভুল ভাবে প্রকাশ করা হতে পারে। কিন্তু তার আয়ু খুব কম। শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয়। পরের বার এটা মনে রাখবেন কয়লা ভাইপো।"

১-ম পাতার পর

আগামী মঙ্গলবার রাজ্যে তৃতীয় দফার নির্বাচন

কোম্পানিকে ব্যবহার করা হবে। কুইক রেসপন্স টিমে থাকছে ১৪৮ বাহিনী। দ্বিতীয় দফার থেকে এই সংখ্যটা অনেক কম।

তবে জেলাশাসক, পুলিশ সুপারদের বিশেষ সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে। যে কোনও ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে পঞ্চম দফায় সাত আসনের ভোটে আসছে ৭৫০ কোম্পানি বাহিনী। বাহিনী কীভাবে মোতায়েন করা হবে তাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যেমন তিন থেকে পাঁচটি বুথ রয়েছে এমন কেন্দ্রে নুন্যতম ১২ জন জওয়ানকে মোতায়েন করা হবে। তবে পাঁচের বেশি বুথ থাকলে অন্তত ১৮ জন জওয়ানকে রাখার কথা বলা হয়েছে কমিশনের তরফে।

১-ম পাতার পর

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মনোনয়ন ঘিরে তুলকালাম

এদিকে উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। যানবাহন নিয়ন্ত্রণও করা হয়। শেষে বিজেপির মিছিল এগিয়ে যায় নিমতৌড়ির দিকে। তবে এ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি মুখমাত্রা শমীক ভট্টাচার্য, ময়নার বিধায়ককে নিয়ে মনোনয়ন জমা দিতে যায়। কিন্তু, পথেই ঘটে এই ঘটনা। চাকরিহারাদের ধরনা মঞ্চ থেকে ধেয়ে এল চোর চোর স্লোগান।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার থেকে ওই এলাকায় এসএসএসি-র ২০১৬ সালের প্যানেলের চাকরিহারা শিক্ষকেরা ধরনা দিচ্ছেন। এদিন মলুকের রাজ ময়দান থেকে গোটা তমলুক শহর প্রদক্ষিণ করে যখন হাসপাতাল মোড়ে পৌঁছায় বিজেপির মিছিল তখনই তৈরি হয় উত্তেজনা। চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, তাঁদের ধরনা মঞ্চে ছোড়া হয় ইট-পাথর। ভাঙচুরও চালানো হয়। তাতেই তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। যানজটও তৈরি হয়ে যায় এলাকায়।

রিলায়েন্সের শেয়ারে বড়সড় ধস।

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রিলায়েন্সের শেয়ারে বড়সড় ধস। শুক্রবার রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারে ২ শতাংশের বেশি পতন দেখা গিয়েছে। তাতেই মাথায় হাত বিনিয়োগকারীদের। কোম্পানির মার্কেট ক্যাপে ৪৩ হাজার কোটি টাকার বেশি পতন হয়েছে। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয় সপ্তাহে সংস্থার মার্কেট ক্যাপ কমল। রিলায়েন্সের শেয়ারে বড়সড় প্রফিট বুকিংই স্টকের দামের পতনে বড় কারণ বলে মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা।তবে সাম্প্রতিক পতনের কারণে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের সামগ্রিকভাবে বড় ক্ষতি হয়েছে। বৃহস্পতিবারের তুলনায় কোম্পানির মার্কেট ক্যাপে ৪৩ হাজার কোটি টাকার বিশাল পতন হয়েছে। তথ্য অনুসারে, এক দিন আগে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের মার্কেট ক্যাপ ছিল ১৯,৮৩,৭৬৮.১৯ কোটি টাকা। যা এখন নেমে এসেছে ১৯,৪০,৭৩৮.৪০ কোটি টাকায়। অর্থাৎ রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের মার্কেট ক্যাপ ৪৩,০২৯.৭৯ কোটি টাকা কমেছে। গত একমাসে শেয়ার দরে ২.৯৯ শতাংশের পতন দেখা গিয়েছে। তবে গত এক বছরে ৪৪৬.৮৫ টাকা বা ১৮.৪৬ শতাংশের বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে।বি এস ই-র তথ্য বলছে, শুক্রবার রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ার ২.১৭ শতাংশ অর্থাৎ ৬৩.৬০ টাকা কমে ২৮৬৮ টাকায় বন্ধ হয়েছে। শুক্রবার, একসময় ২৯৩৮.৫৫ টাকায় নেমে গিয়েছিল সংস্থার শেয়ার দর। গত এক সপ্তাহে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমেছে ১.৮৪ শতাংশ। তবে চলতি বছরের কথা বললে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম বেড়েছে ১১ শতাংশ।

১-ম পাতার পর

ধর্মের নামে ভোট চাওয়া নিয়ে এবার মোদিকে পালটা দিলেন বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী

দেশের সব গুরুত্বপূর্ণ পদে এই মুহূর্তে সনাতম ধর্মাবলম্বীরা। তা সত্ত্বেও হিন্দুরা বিপদে আছে বলে অপপ্রচার করা হচ্ছে।

শনিবার বিহারের এক সভা থেকে তেজস্বী বলেন, "এ দেশের প্রধানমন্ত্রী সনাতন ধর্মের। রাষ্ট্রপতি সনাতন ধর্মের। তিন সেনার প্রধান সনাতন ধর্মের। সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সনাতন ধর্মের। রাজ্যপালরা সব সনাতন ধর্মের। তাও সনাতন ধর্মের নামে অহেতুক ভয় দেখানো হচ্ছে। এঁরা সবাই ঠগ। দেশে বিভাজন করে রাজত্ব করতে চায়।"

২ পাতার পর

প্রশ্নবাণে রাজ্যপালকে বিঁধলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম রাজ্য নেত্রী শশী পাঁজা

নেওয়া যাবে না, এটা বাংলা বরদাস্ত করবে না। আমরা আইনি পরামর্শ নিচ্ছি।" সম্পূর্ণ ঘটনায় তদন্তের দাবি করেছেন শশী। এদিন শশী পাঁজা বলেন,সংবিধানের ৩৬১ ধারা অনুযায়ী, রাজ্যপালের কাজকর্ম নিয়ে কর্মরত থাকাকালীন কোনও প্রশ্ন তোলা যায় না। কিন্তু শ্লীলতাহানির ঘটনা কীভাবে তাঁর দায়িত্ব কর্তব্যের অংশ হতে পারে?""গরিব বলে কি তাঁর ইজ্জত নেই? মেয়েটি কি বিচার পাবে না? সাংবিধানিক রক্ষাকবচ রয়েছে বলে কি রাজ্যপাল যা খুশি করে যাবেন? সংবিধানে কি লেখা আছে, দায়িত্ব পালনের নামে রাজ্যপাল তাঁর অধস্তন মহিলা কর্মীদের ওপর যৌন নিপীড়ন করতে পারেন?" এমনই একের পর এক প্রশ্ন রাজ্যপালের দিকে ছুঁড়ে দেন শশী।

২ পাতার পর

বর্তমান ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মিরাজ সেখ দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আবারও স্বমহিমায় উজ্জ্বল ভাবতা আজিজিয়া হাইমাদ্রাসা

জনের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার রয়েছে পাঁচজন।তার মধ্যে দুজনই ভাবতা আজিজিয়া হাই মাদ্রাসার। তবে রাজ্যের দ্বিতীয় স্থান, তামান্না সুলতানার স্বপ্ন হলো ডাক্তার হওয়া।

আবারও সাফল্যের শীর্ষে মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানার ভাবতা আজিজিয়া হাই মাদ্রাসা ।১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে হাইমাদ্রাসা বোর্ডের মেধা তালিকায় প্রায় প্রতি বছরই স্থান অধিকার করে নেই এই মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীরা। মাঝে কিছু সময় মেধা তালিকায় সেই ভাবে স্থান না পেলেও বর্তমান ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মিরাজ সেখ দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আবারও স্বমহিমায় উজ্জ্বল ভাবতা আজিজিয়া হাইমাদ্রাসা। গত বছর হাইমাদ্রাসা বোর্ডে প্রথম হয়েছিল এই মাদ্রাসার ছাত্র আশিক ইকবাল। আর এ বছর দ্বিতীয় ও পঞ্চম দুটো স্থানই অধিকার করেছে এই মাদ্রাসার দুজন ছাত্রী । ফলে মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে ছাত্র ছাত্রী, অভিভাবক ও এলাকাবাসীর মধ্যে খুশির হাওয়া। ভাবতা আজিজিয়া হাই মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মেরাজ সেখ বলেন, " এই ফলাফলের পেছনে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রচেষ্টা। গতবছর স্কুল থেকে প্রথম হয়েছিল। আর এবছর একজন রাজ্যের দ্বিতীয় স্থান এবং পঞ্চম স্থান অধিকার করে। টেস্ট পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরে আমরা তাদের স্পেশাল ক্লাস করানো এবং যে বিষয় গুলো ঘাটতি থাকে , সেই গুলো মেটানোর বা পুরণ করার চেষ্টা করেছি। তাদের আলাদা করে বিশেষভাবে যত্ন নেওয়া। কোথাও দুর্বল জায়গা থাকলে সেই গুলোকে সংশোধন করার চেষ্টাও করেছি। গতবছর যেভাবে আমরা সব ধরনের চেষ্টা করেছিলাম, ঠিক সেইভাবেই এ বছরও আমার চেষ্টা করেছি। এটাও একটা ভালো প্রভাব পড়েছে বলে আমার মনে হয়। সার্বিকভাবে স্কুলের প্রশাসন এবং ডিসিপ্লিন অনেকটা সহায়ক হয়েছে বলেও তিনি জানান। তিনি আরও বলেন আরেকটা বিষয় হলো যে এখানকার আবাসিক ব্যবস্থাপনা। হোস্টেলে থেকে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে পারে ক্লাস নাইন, টেন। বিশেষ বিশেষ কারণে যখন স্কুল ছুটি থাকে তখন আমাদের নজরদারিতে হোস্টেলে ছেলেমেয়েরা ২৪ ঘন্টা পড়াশোনা চালিয়ে যায়। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের অধ্যাবসায় এবং তাদের চেষ্টায়, সব মিলিয়ে একটা সুন্দর ফলাফল হয়েছে বলে জানান তিনি"।

মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র ও এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক মোঃ আবু সাঈদ বলেন ' ভাবতা আজিজিয়া হাই মাদ্রাসা আমাদের একটি গর্বের প্রতিষ্ঠান। দেশ বিদেশে অসংখ্য কৃতির জন্ম দিয়েছে এই মাদ্রাসা । বর্তমান ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মিরাজ শেখ মহাশয় দায়িত্ব নেওয়ার পর মাদ্রাসা তার অতীত ঐতিহ্য ফিরে যাচ্ছে দেখে আমরা খুবই আনন্দিত। হাজি শেখ আবদুল আজিজ সাহেবের হাতে গড়া এই প্রতিষ্ঠান থেকে অগণিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, শিক্ষক, বিজ্ঞানী ও উচ্চ পদস্থ অফিসার তৈরী হয়েছে। সকল সফল ছাত্র ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করছি।'

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১২১ সংখ্যা ০৫ মে, ২০২৪ রবিবার ২২ বৈশাখ, ১৪৩১

এক সপ্তাহে রাজ্যে ৩৩ জন

হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত এ রাজ্যে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এক সপ্তাহে রাজ্যে ৩৩ জন হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন। চিকিৎসকেরা বলছেন, তীব্র গরমে সতর্ক না হলে আগামী দিনে সমস্যা আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। কারণ, শুধু রাস্তায় ঘোরাঘুরিতে নয়, বাড়িতে বদ্ধ পরিবেশে থাকলেও হিট স্ট্রোক হতে পারে।হিট এগজশন থেকে হিট স্ট্রোকের দিকে যাওয়ার নির্দিষ্ট লক্ষণ রয়েছে বলে জানাচ্ছেন জনস্বাস্থ্য বিষয়ক চিকিৎসক অনির্বাণ দলুই। তিনি বলেন, "তাপজনিত অসুস্থতায় ওই সব লক্ষণ দেখা গেলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। কারণ, তীব্র তাপে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ঠিক কাজ করে না। বেশি দেরি করলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হতে শুরু করবে।" তবে, যে কোনও হিট স্ট্রোকের ক্ষেত্রেই শরীর ঠান্ডা করার প্রক্রিয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালু করা প্রয়োজন বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকেরা। তাঁরা এটাও বার বার জানাচ্ছেন, রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলেও ওই প্রক্রিয়া বন্ধ করা যাবে না।তীব্র গরমে তাপজনিত অসুস্থতা নিয়ে এপ্রিলের শুরুতেই সতর্কতা জারি করেছিল স্বাস্থ্য দফতর।সেই সময়ে নির্দিষ্ট পোর্টালে তাপজনিত অসুস্থতায় আক্রান্তদের তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেখানেই গত এক সপ্তাহে ৩৩ জন অসুস্থের তথ্য আপলোড হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর। যার বড় অংশই বিভিন্ন জেলার। যেখানে তাপপ্রবাহের মাত্রা বেশি। রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা সিদ্ধার্থ নিয়োগী বলেন, "অসুস্থেরা খুব সঙ্কটজনক হয়েছিলেন, তেমনটা নয়। প্রত্যেককেই চিকিৎসায় সুস্থ করা সম্ভব হয়েছে। "চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, হিট স্ট্রোক মূলত দুই রকমের হয়। 'এক্সারশনাল' অর্থাৎ, তীব্র রোদে দীর্ঘক্ষণ ঘোরাঘুরি বা পরিশ্রমের কারণে হিট স্ট্রোক এবং ক্লাসিক বা নন এক্সারশনাল' অর্থাৎ, ঘরে থেকেও যে হিট স্ট্রোক হয়। ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনের শিক্ষক-চিকিৎসক সুগত দাশগুপ্ত বলেন, "এক্সারশনাল হিট স্ট্রোকে অসম্ভব ঘাম হয়, কিন্তু ক্লাসিকের ক্ষেত্রে ঘাম বেশি হয় না। সেটা ঠিক সময়ে বুঝতে না পারলে মারাত্মক সমস্যা হতে পারে।" তিনি আরও জানাচ্ছেন, বাড়িতে বদ্ধ ঘরে থাকার কারণে মানুষ ক্লাসিক হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। আর, যাটোর্ধ্ব, শিশু এবং কিডনি, উচ্চ রক্তচাপ, হৃৎপিণ্ডের রোগে আক্রান্ত বা স্থূলকায়দের ওই ঝুঁকি অনেক বেশি। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, ঘরে থাকলেও শরীরে বাইরের তাপমাত্রার প্রভাব পড়ে।কিন্তু দেহের তাপ বাইরে বেরোতে পারে না। কারণ, বয়স্ক, শিশু এবং কোমর্বিডিটিতে আক্রান্তদের দেহের বাইরে তাপ বার করার প্রক্রিয়া এমনিতেই ঠিক থাকে না।সল্টলেকের এক বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউ-তে দু'জন হিট স্ট্রোক আক্রান্তের চিকিৎসা চলছে। ৫২ ও ৭৭ বছর বয়সের ওই দুই রোগীর অবস্থা এতটাই সঙ্কটজনক ছিল যে ভেন্টিলেশন দিতে হয়েছে। দু'জনেরই বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হয়েছিল। প্রবল গরম লাগা, মাথা ঘোরা, মাথা ব্যথা, গা বমি, ঘাম না হওয়া, পেশিতে ব্যথা, দুর্বলতার মতো সমস্যা হলেও বাড়িতে থাকার কারণে বেশির ভাগ সময়েই অধিকাংশ মানুষ এই উপসর্গগুলিকে তাপজনিত অসুস্থতার লক্ষণ বা হিট স্ট্রোকের পূর্বাভাস বলে বুঝতে পারেন না।তাতেই বড় সমস্যা তৈরি হয়। দেরিতে চিকিৎসা শুরুর ফলে প্রাণের ঝুঁকি দেখা দেয়।

সম্পাদকীয়

নির্বাচন কমিশনের ঢিলেঢালা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে

দু'দফায় নির্বাচন হয়ে গেলেও ভোট পড়ার চূড়ান্ত হার জানাচ্ছিল না নির্বাচন কমিশন। কমিশনের অ্যাপে মঙ্গলবার অর্থাৎ ২৯ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত ভোটদানের প্রবণতার উল্লেখ থাকলেও কত শতাংশ ভোট পড়েছে সেই চূড়ান্ত তালিকা ছিল না। কমিশন এই তথ্য জানাতে পারেনি, নাকি জানাতে অপারগ ছিল, এ প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল রাজনৈতিক মহলে।এমন এলোমেলো, ছন্নছাড়া পরিসংখ্যান অন্তত কমিশনের কাছে আশা করা যায় না বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সমাজকর্মী তথা রাজনৈতিক বিশ্লেষক যোগেন্দ্র যাদবের অভিমত, 'কম ভোট পড়েছে বলেই শিরঃপীড়া শুরু হয়ে গিয়েছে বিজেপি নেতাদের। ভোটের হার কম পড়ার অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অনীহাই প্রকাশ পেয়েছে ভোটারদের।' তবে বিজেপি নেতারা একে প্রবল দাবদাহের জন্য ভোটের হার কম বলে 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা'র চেষ্টা করছেন।সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি কমিশনের এমন ঢিলেঢালা আচরণের নেপথ্যে বড় ধরনের কারচুপির আশঙ্কা করছেন। তিনি বলেন, শেষ পর্যন্ত কমিশন চূড়ান্ত ভোট পড়ার হার জানাল, যা আগের তুলনায় বেশি। কিন্তু আসনভিত্তিক ভোটারের সংখ্যা দেওয়া হয়নি। ওটা না জানালে ভোট পড়ার হার জানানো বৃথা। আশঙ্কা করা হচ্ছে, চূড়ান্ত ফল প্রকাশের সময় ভোটারের সংখ্যার তারতম্য ঘটানো হতে পারে। অথচ ২০১৪ সাল পর্যন্ত সমস্ত তথ্যই দেওয়া হত ওয়েবসাইটে।

কমিশনের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সমস্ত তথ্যই আপলোড করা উচিত ওয়েবসাইটে, যা অবশ্য মোদি-রাজত্বে আশা করাই বৃথা।কমিশনের এমন ঢিলেমির প্রশ্নে কারচুপিরও আশঙ্কা প্রকাশ করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

সংবাদপত্রে খবর হয়ে যেতেই চাপে পড়ে যায় নির্বাচন কমিশন। শেষে প্রথম দফার ১১ দিন এবং দ্বিতীয় দফার ৪ দিন বাদে ভোট পড়ার চূড়ান্ত হার প্রকাশ করল কমিশন। কমিশনের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়, প্রথম দফায় ৬৬.১৪ শতাংশ এবং দ্বিতীয় দফায় ৬৬.৭১ শতাংশ ভোট পড়েছে। কত শতাংশ মহিলা, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গ ভোট দিয়েছেন সেই তথ্যেরও উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে। তবে যে তথ্যগুলো দেওয়া হয়েছে তা পূর্বের অনুমিত হারের তুলনায় অনেকটাই বেশি। এমনকী লোকসভার আসনভিত্তিক ভোট পড়ার হারের উল্লেখ করা হয়নি। এনিয়েই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বিরোধী দলগুলি।

নির্বাচন কমিশনের পরবর্তী বিবৃতিতে ভোট পড়ার হার পাল্টে যায়। বলা হয়, প্রথম দফায় ৬৬.২২ শতাংশ পুরুষ, ৬৬.০৭ শতাংশ মহিলা এবং ৩১.৩২ শতাংশ তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ ভোট দিয়েছেন। তেমনই দ্বিতীয় দফায় পুরুষ ৬৬.৯৯ শতাংশ, মহিলা ৬৬.৪২ শতাংশ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ২৩.৮৬ শতাংশ ভোট পড়েছে। সব মিলিয়ে প্রথম দফায় ৬৬.১৪ শতাংশ এবং দ্বিতীয় দফায় ৬৬.৭১ শতাংশ ভোট পড়েছে।প্রকৃত অর্থে কমিশনের এমন বেহাল দশা অতীতে দেখা যায়নি। প্রথম দফায় ভোট পড়েছে ১৯ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় দফায় ২৬ এপ্রিল। এতদিন পর ভোট পড়ার চূড়ান্ত হার জানাতে পারাও কার্যত কমিশনের অপদার্থতাই প্রমাণ করে। দু'দফায় ভোটের পরই কমিশনের এক শীর্ষ কর্তা একটি ইংরাজি দৈনিকের সাংবাদিককে ভোট পড়ার প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন যে, 'প্রথম দফায় আনুমানিক ৬৬.১৪ শতাংশ এবং দ্বিতীয় দফায় ৬৬.৭০ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে যাবতীয় হিসাব মিলিয়ে শীঘ্রই চূড়ান্ত হার তুলে দেওয়া হবে কমিশনের ওয়েবসাইটে। ওদিকে ভোটের দিনের আনুমানিক প্রবণতার হার জ্বলজ্বল করছিল মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত। সেখানে ১৯ এপ্রিল ৬০ শতাংশ এবং ২৬ এপ্রিল ৬০.৯৬ শতাংশ ভোট পড়ার হার উল্লেখ ছিল।আবার লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, রাজ্যওয়াড়ি ভোট পড়ার হিসাবও আপলোড করা ছিল না ওই ওয়েবসাইটে। একমাত্র কত শতাংশ ভোট পড়েছে সেই তথ্যই নেই ওয়েবসাইটে এমন নয়, লোকসভার আসনভিত্তিক ভোট পড়ার সংখ্যাও নেই। শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশের মতো কয়েকটি রাজ্যের বুথভিত্তিক ভোটার তালিকা পাওয়া যাচ্ছে। তাও আবার ওড়িশা, বিহার, এমনকী দিল্লিরও তথ্য নেই। বিহার কিংবা ওড়িশার বেশ কিছু ভোটার তথ্য জানার চেষ্টা করলে ভুল তথ্য ফুটে উঠছে সাইটের ফাইনাল পেজে। আবার কমিশনের ওয়েবসাইটে লোকসভা আসনভিত্তিক সামগ্রিক ভোটারের সংখ্যারও উল্লেখ নেই। একমাত্র কোন রাজ্যে কত সংখ্যক এবং বুথভিত্তিক ভোটারের সংখ্যা কত, তার উল্লেখ রয়েছে। এমনকী বিধানসভাভিত্তিক ভোটারের সংখ্যারও উল্লেখ নেই।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাই বলবো মানুষ যত অসহায়হয়ে পড়ে তার বুদ্ধি বিবেক এবং জ্ঞান ততটাই লোপ পেয়ে যায়। কে প্রকৃত বন্ধু আর কে বন্ধু নয় সেটি বিপদে পড়লে সবকিছু পরিষ্কার হয় নিজের কাছে।এ প্রসঙ্গে নিজের কিছু উপলব্ধি কথা না লিখলে আজ আমার এই লেখাটি আপনাদের কাছে অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। অনেকেই আমাকে বলেছে তুমি সাংবাদিকতা কেন করছ এটা ছেড়ে দাও আমি স্বামী বিবেকানন্দর কথামতো বলেছিলাম ঈশ্বর যা করার আমি তাই করছি। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

সেনার হাতে কাবুল বিমানবন্দরে ২ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কার্যত ত্রস্ত গোটা আফগানিস্তান।

জানা গিয়েছে, আফগানিস্তানে ভারতের তরফে বায়ুসেনার বিশেষ বিমান গিয়ে সেখান থেকে ভারতীয়দের ঘরে ফিরিয়ে আনবে। সরকারি সূত্রে একথা জানা গিয়েছে। এর আগে , সোমবারই ৪৬ জনকে কাবুল থেকে নিয়ে ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষবিমান ফিরে এসেছে। আফগানিস্তান থেকে বহু সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি নিয়ে তারা ফিরেছে। এর আগে সোমবরা সকালে তাজাকিস্তানে নামতে বাধ্য হয় ভারতীয় বায়ু সেনার এই বিমান। কারণ তারা কাবুলে নামতে পারছিল না। কাবুল বিমানবন্দরে সকাল থেকেই গতকাল ব্যাপক উত্তেজনা চলে। পরবর্তীকালে ওই বিমান তাজাকিস্তানে নেমে তারপর কাবুলি গিয়ে বাসিন্দাদের তুলে নেয়। এখনও পর্যন্ত কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসে ৫০০ জন আটকে রয়েছেন বলে খবর। এঁদের দেশে ফিরিয়ে আনা নিয়ে রীতিমতো উদ্বেগে দেশ। জানা গিয়েছে, ইভাকুয়েশনের জন্য আপাতত মার্কিন সচিবের সঙ্গে কথা বলছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক দেশটির জন্মের পর থেকে প্রায় সব সময়ই পাকিস্তানের সঙ্গে ২ হাজার ৬৪০ কিলোমিটার লম্বা সীমানার অধিকারী এই প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি অর্থাৎ আফগানিস্তানের ছিল অস্থিতিশীল এবং টানাপোড়েনের সম্পর্ক। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলির মধ্যে পাক-আফগান বৈরী সম্পর্কের মূলে আছে ওই অঞ্চলে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের কুৎসিত রাজনীতি।

একটু পিছনের দিকে তাকালে দেখা যায়, আফগানিস্তান শত শত বছর ধরে স্বাধীন একটা রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

১৮৩০ সালের দিকে ব্রিটিশরা ভারত বর্ষ থেকে আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া এবং অটোম্যান সম্রাজ্যের মধ্য দিয়ে ইউরোপ পর্যন্ত একটা বাণিজ্যিক পথ চালু করার উদ্যোগ নেয়। এই বাণিজ্য পথের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানকে একটা বাফার স্টেটে পরিণত করে ক্রমবর্ধমান রাশিয়া সম্রাজ্যের ভারত মহাসাগর বা পারস্য উপসাগরে নামার রাস্তা বন্ধ করে দেয়া।

তখন এই আফগানিস্তান এবং তিব্বতকে নিজেদের পক্ষে টানতে রাশিয়া এবং ব্রিটেনের মধ্যে রাজনৈতিক এবং ডিপ্লোম্যাটিক যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯০৭ সাল পর্যন্ত চলা এই শীতল যুদ্ধকে ইতিহাসে "দ্যা গ্রেট গেইম" হিসেবে উল্লেখ করা হয়। প্রায় পুরো উনিশ শতক ধরে, আফগানিস্তান আসলে রাশিয়া সম্রাজ্য এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে তথাকথিত এইওগ্রেট গেম্ব এর একটা গুরুত্বপূর্ণ গুটিতে পরিণত হয়। রাশিয়া একের পর এক মধ্য এশীয় অঞ্চল দখল করতে শুরু করলে তার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ব্রিটিশ ভারতের পামির সীমান্তবর্তী এলাকা পর্যন্ত চলে আসে। তখন ব্রিটিশ ভারত মধ্যএশিয় অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। কিন্তু আফগানিস্তানকে কোন ভাবেই বাগে আনতে পারছিল না। ব্রিটিশ রাজ তখন আফগানিস্তান দখল করতে কয়েকবার আক্রমণ চালায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৮০ সালের দিকে দ্বিতীয় অ্যাংলো-আফগান যুদ্ধের পরে আফগানিস্তানের তখনকার আমির আসলে ব্রিটিশ রাজের হাতে এক ধরণের আটকা হয়ে পড়ে। তখন আফগানিস্তান আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ব্রিটিশ রাজের অধীনে এবং অভ্যন্তরীণ কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীন একটা দেশে পরিণত হয়। কৌশলগত খাইবার পাসের নিয়ন্ত্রণ সুরক্ষার জন্য তখন ব্রিটিশ ভারত তাদেরই অধিনস্ত আফগান আমির আব্দুর রহমান খানকে একটা সীমান্ত চুক্তি করতে বাধ্য করে। ব্রিটিশ ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার মর্টিমার ডুরান্ড এই সীমানা নির্ধারণী রেখাটি আঁকেন বলে এর নামকরণ হয় ডুরান্ড লাইন। ১৮৯৩ সালে স্বাক্ষরিত সেই ডুরান্ড লাইন চুক্তি কারণে আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় পশতুন এবং বেলুচিস্তান এলাকার পায় অর্ধেকটারও বেশি ব্রিটিশ ভারতের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এতে পশতুন উপজাতিদের একতটা বড় অংশ ব্রিটিশ ভারতের অংশ হয়ে যায়, এবং বাকিটুকু আফগানিস্তানের অংশ হিসাবে থেকে যায়।

এই ডুরান্ড লাইন চুক্তিটির মধ্যমে তখন আফগানিস্তান এবং ব্রিটিশ ভারতের ২৬৪০ কিলোমিটার লম্বা এই সীমানা নির্ধারণ করা হয়। তখন পাকিস্তানের নাম গন্ধও ছিল না। কিন্তু এই ডুরান্ড লাইন তখন দেশের ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণের চেয়ে মূলত দুই দেশের প্রভাব বিস্তারের অঞ্চল হিসেবে বেশি গুরুত্ব পায়। এই চুক্তির কারণেই আফগানিস্তান তার আরব সাগরের তীরবর্তী বেলুচিস্তান প্রদেশকে হারায় এবং সমুদ্রের সঙ্গে একমাত্র সংযোগস্থলটিও হাতছাড়া হয়ে যায়। আর তখন থেকেই আফগানিস্তান হয়ে পরে স্থলবেষ্টিত একটি দেশ। অর্থাৎ এই ডুরান্ড লাইন চুক্তির কারণে মূলত পাখতুন বা পশতুন এবং বেলুচিস্তানের একটা বিশাল অংশ তখনকার আফগানিস্তানের হাতছাড়া হয়ে যায়। এবং এই পশতুন বা পাঠান এবং বেলুচ জাতিরা সীমানার দুই দুই দিকে ভাগ হয়ে যায়। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ওই অঞ্চলে বসবাসকারী পশতুনদের দৈনন্দিন জীবনে এই সীমানা তেমন কোন প্রভাব ফেলত না। তারা বিনা বাধায় ওই অঞ্চলে চলাচল করতে পারতো। কিন্তু ঝামেলা বাঁধে ১৯৪৭ সালের পরে। যখন ব্রিটিশরা এই অঞ্চল ছেড়ে যায় এবং পাকিস্তান নামে একটা দেশের জন্ম হয়। যার পশ্চিম সীমানা অর্থাৎ আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণ হয় ব্রিটিশদের আঁকা সেই ডুরান্ড লাইনকে ভিত্তি করে। ব্রিটিশরা ভারত ছাড়ার প্রস্তুতিকালে আফগানিস্তান তার এই সীমানা সংশোধনের দাবি তুলে জোড়েশোরেই। কিন্তু ব্রিটেন তখন এই অনুরোধ অস্বীকার করে।এবং একরকম জোড় করেই তখন সেই পুরাতন সীমানাকেই চাপিয়ে দেয় আফগানিস্তানের ওপর। তাইপাকিস্তানের জন্ম মেনে নিতে পারেনি আফগানিস্তান। এমনকি ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান যখন জাতিসংঘে যোগ দেয়ার আবেদন করে, তখন একমাত্র আফগানিস্তানই তার সদস্যপদের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদান করে। পরে অবশ্য ব্রিটেন এবং আমেরিকার চাপে সে ভেটো উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু আফগানিস্তান এই ডুরান্ড লাইন মেনে নেবে না বলে ঘোষণা দেয়। পাকিস্তানের মধ্যের পশতুন এবং বেলুচ অঞ্চল তার নিজস্ব ভূখণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করে।

তারপর থেকে বহুবার আলোচনায় আসে এই ডুরান্ড লাইন। এবং আফগানিস্তান এই সীমানা মানবে না বলে সরাসরি ঘোষণা দেয়। পাকিস্তান এক্ষেত্রে ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাপোর্ট নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার দোহাই দিয়ে এই লাইনকেই আফগানিস্তানের সঙ্গে তার আসল সীমানা হিসেবে গণ্য করে। পরবর্তীকালে, আফগানিস্তান ঘোষণা করে যে পূর্ববর্তী ডুরান্ড লাইন চুক্তি এবং অ্যাংলো-আফগান চুক্তিগুলি অকার্যকর। কারণ আফগান শাসকরা তখন ব্রিটিশদের চাপে বাধ্য হয়েছিল এই অনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে। এতে আফগানিস্তানের হাতছাড়া হয় বর্তমান সীমানা বা ডুরান্ড লাইন থেকে সিন্ধু নদী পর্যন্ত অঞ্চল। এর পর স্নায়ুযুদ্ধের সময়, পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র হয়ে ওঠে, এবং আফগানিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে কূটনৈতিক এবং সামরিক সহায়তা পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বৃহত্তর শত্রুতা তখন আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে। আর এই বিরোধ ডুরান্ড লাইন সমস্যার সমাধানকে বাধাগ্রস্থ করে।

১৯৭৯ সালে সোভিয়েত রাশিয়া যখন আফগানিস্তানে আক্রমণ করে তখন এই মার্কিন-পাকিস্তান পক্ষ রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের সমর্থন করে। আর এই মুজাহিদরা ছিল মূলত পশতুন উপজাতি অঞ্চল থেকে অর্থাৎ তারা ছিল পাঠান। তখন থেকেই পাকিস্তান আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আরও বেশি নাক গলাতে শুরু করে। আসলে পাকিস্তানের জন্য একটা অস্থিতিশীল আফগানিস্তান মন্দের ভালো। কারণ, আফগানিস্তান যত স্থিতিশীল হবে, দেশটি তত শক্তিশালী হবে এবং যত সে শক্তিশালী হবে, ডুরান্ড লাইন নিয়ে ততই সোচ্চার হবে। আর শক্তিশালী এক আফগানিস্তানের ডুরান্ড লাইন না মানার অর্থ হল পাকিস্তানের অস্তিত্ব ধরে টান দেয়া। যাহোক, ১৯৯২ সালে নাজিবুল্লাহ সরকারের পতনের মাধ্যমে রাশিয়ার পরাজয় হয়। কিন্তু সেটা মুজাহিদিনদের বিজয়ের পরিবর্তে বরং তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং বিবাদ আরও বাড়িয়ে দেয়। বছরের পড় বছর রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদকারী এই মুজাহিদিনদের নিজেদের মধ্যে শুরু হয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। আর এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তখন দেশটিকে গৃহযুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দেয়। আর সেই অরাজকতার মধ্যে উদ্ভব হয় তালেবান নামক সংগঠনটির। এই তালেবানও মূলত মুজাহিদিনদের মতই পশতুনদের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা একটা সংগঠন। আর পাকিস্তান তখন এই তালেবানকে সহযোগিতা করে ক্ষমতায় আসতে। ১৯৯৬ সালে তালেবান ক্ষমতায় আসলে মাত্র তিনটি দেশ তাদেরকে স্বীকৃতি দেয়। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং পাকিস্তান। পাকিস্তান তখন তালেবানের কাছ থেকে ডুরান্ড লাইনের স্বীকৃতি চায়। কিন্তু তালেবান সে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। আর সে সময় তালেবান আসলে এই ডুরান্ড লাইন নিয়ে বিস্তারিত ভাববার সময়টুকুও পায়নি। এরই মধ্যে আবার শুরু হয় মার্কিন আগ্রাসন। তখন এই পাকিস্তানই আবার তালেবানের বিরুদ্ধে মার্কিনিদের সহযোগিতা করে। কিন্তু গত ২০ বছরে মার্কিন সমর্থিত আফগানিস্তানের কোনো সরকারই এই ডুরান্ড লাইনকে স্বীকৃতি দেয়নি। এমনকি বর্তমান প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি তালেবানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যে, তারা ক্ষমতায় এলে যেন ডুরান্ড লাইন মেনে না নেয়।

এর মাঝে জল অনেক গড়িয়েছে। পাকিস্তান এখন তালেবানকে সহযোগিতা করছে। তালেবানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসা প্রায় নিশ্চিত। তাই পাকিস্তান আশা করবে তালেবান সেই ১২৮ বছর আগের চুক্তি মেনে নিয়ে বর্তমান সীমানাকে স্বীকৃতি দেক। অন্যদিকে তালেবান পশতুন জাতিগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত। তাই তারা এই লাইন মেনে নেয়া মানে পশতুনদের সঙ্গে এক ধরণের বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। যদিও পাকিস্তানে বসবাসকারী বেশিরভাগ পশতুন/পাঠানই বর্তমান সীমারেখাকেই মেনে নিয়েছেন। তাদের এ নিয়ে তেমন মাথা ব্যাথা নেই। কিন্তু এই সীমানা লাইনের বিষয়টি এখনো অমীমাংসিত একটি বিষয় হিসেবে আফগানিস্তানেঃর রাজনীতিতে জায়গা করে নিয়েছে।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

শ্লীলতাহানি করে রাজ্যপাল কেরলে পালিয়ে গিয়েছেন দাবি অভিষেকের

ক্ষুণ্ণ করার পক্ষে না হলেও, দলের কিছু নেতা তাঁর (রাজ্যপালের) বিরুদ্ধে।

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস দাবি করেছেন, তিনি রাজভবনের ওই অস্থায়ী কর্মীকে ধমক দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনওভাবেই শ্লীলতাহানি করেননি। তিনি আরও দাবি করেছেন, গুণ্ডাদের নামের একটি তালিকা তিনি নির্বাচন কমিশনে পাঠিয়েছিলেন। যা ফাঁস হয়ে যায়। এর পিছনে রয়েছেন ওই কর্মী (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় ওই মহিলা ছিলেন রাজভবনের টেলিফোন অপারেটর)।

ওই অভিযোগের ব্যাপারে ওই কর্মীকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ নিয়ে সে কোনও উত্তর দিতে পারেনি বলে দাবি রাজ্যপালের। রাজ্যপাল আরও বলেছেন, তিনি ওই মহিলা কর্মীকে বলেছিলেন, এত অল্প বয়সে এই কাজ করে থাকলে সে চাকরি হারাবে।

সিনেমার খবর

cinema TV

বাবা-মাকে সময় দিতে না পারার আক্ষেপ ধর্মেন্দ্রর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হিন্দি সিনেমার প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। তিনি ৮৮ বছর বয়সেও সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব অ্যাক্টিভ। তিনি প্রায়ই ভিডিও এবং ফটো-সহ পুরানো এবং নতুন স্মৃতি ভাগ করে নেন। এবার তিনি একটি হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া পোস্ট শেয়ার করেছেন। সেই পোস্টে অভিনেতার প্রয়াত বাবা কেওয়াল কৃষান এবং তার ছেলে সানি দেওলকে দেখা গেছে ধর্মেন্দ্রের সাথে। পোস্টের ক্যাপশন দেখে আবেগতাড়িত অভিনেতার ভক্তরা। ক্যাপশনে ধর্মেন্দ্র লিখেছেন, 'ইশ! বাবা-মাকে যদি আরও সময় দিতে পারতাম!'

ছবিতে অভিনেতাকে দেখা গেছে পিচ রঙের টি-শার্টে। কেওয়াল কৃষানের হাতে হাঁটার লাঠি। কম বয়সী সানিকে দেখা গেছে সাদা গেঞ্জিতে।

ধর্মেন্দ্রের এই পোস্টে মন্তব্য করেছেন ভক্তরা। এক ভক্ত লিখেছেন, 'স্যার, আমাদের বলুন বাবা-মাকে কীভাবে খুশি রাখা যায় আর আরও বেশি সময় দেয়া যায়।' উত্তরে ধর্মেন্দ্র লিখেছেন, 'সন্তানদের সাথে যেভাবে যত্ন নেন, সেভাবেই তাদের যত্ন নিন। যদি আপনার সন্তান না থাকে তাহলে তাদের আদরের বাধ্য সন্তান হয়ে থাকুন।'

আরেক নেটিজেন মন্তব্য করেছেন, 'মানুষ এটা তখনই বোঝে যখন তারা চলে যায়।' আরেক ভক্তের মন্তব্য, 'তারা আপনাকে নিয়ে নিশ্চয় গর্বিত। আপনি তাদের নাম উজ্জ্বল করেছেন।'

ধর্মেন্দ্রের বাবা কেওয়াল কৃষান পাঞ্জাবের লুধিয়ানার গ্রাম সাহনেওয়ালে বসবাস করতেন। সেখানের একটি সরকারী মাধ্যমিক স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন তিনি। তার স্ত্রী ছিলেন সাতওয়ান্ত কৌর। তাদের দুই সন্তান ধর্মেন্দ্র এবং অজিত দেওল। ধর্মেন্দ্রকে এরপর দেখা যাবে শ্রীরাম রাঘবণের আর্মি মুভি 'ইক্কিস'-এ।

চার বছরের প্রেম ভাঙল শ্রুতির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত চার বছর ধরে আসামের জনপ্রিয় ইলাস্ট্রেটর ও সঙ্গীত শিল্পী শান্তনু হাজারিকার সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন ভারতীয় দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রুতি হাসান। বিমানবন্দরে হোক কিংবা কোনও অনুষ্ঠানে সব জায়গায়ই তাদের যুগল হিসেবে দেখা যেত। একত্রবাস করতেন তারা। সম্প্রতি তাদের বিয়ের গুঞ্জনও শোনা যায়। কিন্তু, আচমকাই ভেঙে যায় শ্রুতি-শান্তনুর সম্পর্ক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শান্তনুর সঙ্গে সমস্ত ছবি ও পোস্ট মুছে ফেলেছেন শ্রুতি। ইনস্টাগ্রামেও আর একে অপরকে অনুসরণ করছেন না তারা। তবে মাস কয়েক আগেও তাদের দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে, তাদের ভিতরে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। মাস দুয়েক আগেই প্রেম ভাঙে শান্তনু-শ্রুতির। শোনা যাচ্ছে, হঠাৎ দু'জনের বোঝাপড়ার সমস্যা দেখা দিয়েছে। সে কারণেই আলাদা হয়ে গেলেন তারা। যদিও শ্রুতির সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার বেশ কয়েক মাস আগে এক সাক্ষাৎকারে শান্তনু জানান, শ্রুতির প্রেমিক হয়ে সর্বদা লোকের নজরে থাকতে হয় তাকে। মাঝেমধ্যে নানা কটাক্ষের মুখেও পড়তে হয়েছে, এবার প্রেম ভাঙায় কী বললেন অভিনেত্রীর প্রাক্তন প্রেমিক?

শ্রুতির সঙ্গে সম্পর্ক কেন ভাঙল, সেই প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় শান্তনুকে। তিনি বলেন, "দুঃখিত, আমি এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করছি না।"

একইভাবে মুখে কুলুপ এঁটেছেন শ্রুতিও। এই সময়টা বোন অক্ষরার সঙ্গেই কাটাচ্ছেন তিনি। অন্তত অভিনেত্রীর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় চোখ রাখলে তেমন ইঙ্গিতই মিলছে। যদিও একসময় শ্রুতি ও শান্তনু দু'জনেই জানান, সম্পর্কে থাকলেও বিয়ে নিয়ে কোনও তাড়াহুড়া করতে চান না তারা।

অভিনয়ে আসার আগে কোন পেশায় ছিলেন পরিণীতি?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এখন আর শুধু অভিনেত্রী নন পরিণীতি চোপড়া। কাজ করছেন গায়িকা হিসেবেও। সঙ্গে তিনি আম আদমি পার্টির সংসদ সদস্য রাঘব চাড্ডার স্ত্রী। তবে অভিনয়ে আসার আগে কী কাজ করতেন পরিণীতি?

ইমতিয়াজ আলির পরিচালনায় অমর সিং চামকিলায় অভিনয়ের জন্য ইতোমধ্যেই প্রশংসিত হয়েছেন পরিণীতি চোপড়া। সম্প্রতি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তার ক্যারিয়ার শুরুর দিনগুলো ভাগ করে নিলেন অভিনেত্রী। রাজ শামানির সঙ্গে পডকাস্টে তাকে ভাগ করে নিতে দেখা যায়, ওয়াইআরএফ-এর মার্কেটিং এবং পিআর বিভাগে একজন ইন্টার্ন হিসেবে তিনি শুরু করেছিলেন ক্যারিয়ার।

পরিণীতি উল্লেখ করেন, "আমি রানির হয়ে 'দিল বোলে হারিপ্পা', দীপিকা পাড়ুকোন এবং নীল নিতিন মুকেশের 'লাফাঙ্গে পারিন্দে'র প্রচার করেছি। আনুশকা ও শাহিদ কাপুরের 'বদমাশ কোম্পানি'র কাজও করেছিলাম। যশরাজের স্টুডিওতে ইন্টার্ন হিসেবে আমার শেষ ছবি ছিল ব্যান্ড বাজা ভারাত। ওদের জন্য কফিও অর্ডার করতাম।"

তিনি আরও ভাগ করে নেন, ইন্টার্ন থাকার সময় যে সাংবাদিকদের তিনি সেলেব্রিটি সাক্ষাৎকারে ব্যবস্থা করে দিতেন, তারাই এখন তার সাক্ষাৎকার নেন।

যশরাজ ফিল্মসের সঙ্গে দেড় বছর কাজের পর, সেই চাকরি ছেড়ে দেন তিনি। তবে একদিন হঠাৎই তার কাছে একটি ফোন আসে আদিত্য চোপড়ার কাছ থেকে। যা তার ক্যারিয়ার আর জীবন দুটোই বদলে দেয়। পরিণীতি বলেন, "চাকরি ছাড়ার কয়েকদিন পর, আমি আদির কাছ থেকে একটি ফোন পাই। তখন তো আমি অবাক, ও আমাকে কেন ফোন করছে।"

ফোনে আদিত্য সেই সময় পরিণীতিকে যশরাজের সঙ্গে তিনটি সিনেমার চুক্তিতে স্বাক্ষর করানোর কথা বলেছিলেন। কাস্টিং ডিরেক্টর শানু শর্মার সঙ্গে তার অডিশনের ভিডিও পছন্দ হয়েছিল আদিত্য চোপড়ার। এর এক মাস পর লেডিজ ভার্সেস রিকি বাহেল-এর অফার পান। এরপর প্রায় ১১ বছর যশরাজের নায়িকা হিসেবে কাজ করেন পরিণীতি। ইশকজাদে, হাসি তো ফাসি, মেরি প্যায়ারি বিন্দু'র মতো সিনেমা উপহার দিয়েছেন তিনি।

ধর্মীয় বিষয়ে 'অ্যালার্জি' বিদ্যা বালানের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী বিদ্যা বালান অভিনীত 'দো আউর দো পেয়ার' সিনেমাটি সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে। আর সিনেমার প্রচারণার অংশ হিসেবে তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন একটি ভারতীয় গণমাধ্যমের। সেখানে নিজের নতুন সিনেমাসহ নানা বিষয়ে কথা বলেছেন এই অভিনেত্রী। করেছেন ধর্মীয় বিষয় নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্যও।

বিদ্যা বালান বলেন, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, শিক্ষা এই তিন খাতে আমি কাজ করে থাকি। তাই কেউ যদি হাসপাতাল, স্কুল কিংবা টয়লেট তৈরির জন্য টাকা চান, তাহলে আমি নিশ্চয়ই টাকা দেব। কিন্তু ধর্মের জন্য বা ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণের জন্য অর্থ দান করার কথা বললে, আমি কখনো কোনো টাকা দেবো না। যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে আধ্যাত্মিক ব্যক্তি, নিয়মিত পূজা করি।

'ডার্টি পিকচার' খ্যাত এই অভিনেত্রী আরও বলেন, রাজনীতি নিয়ে কিছু বলতে চাই না। কারণ, কিছু বলে বসলেই সিনেমা বয়কটের ডাক উঠতে পারে।

'দো অউর দো প্যায়ার' সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন শীর্ষ গুহঠাকুরতা। এতে বিদ্যা ছাড়াও ইলিয়েনা ডি'ক্রুজ, প্রতীক গান্ধী, সেন্থিল রামমূর্তি প্রমুখ অভিনয় করেছেন।

কমেডি ছবি দিয়ে ফিরছেন ইমরান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দীর্ঘদিনের বিরতির পর এবার কমেডি সিনেমা দিয়ে ফিরছেন আমির খানের ভাগ্নে অভিনেতা ইমরান খান। গত বছর সিনেমায় ফেরার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেওয়ার আট মাস পর অবশেষে কামব্যাক প্রোজেক্ট হাতে পেয়েছেন ইমরান। তিনি আমির খান প্রোডাকশনস প্রযোজিত কমেডি সিনেমা 'হ্যাপি প্যাটেল্ল'র মূল চরিত্রে অভিনয় করবেন। ইতিমধ্যেই গোয়ায় শুটিং শুরু হয়ে গিয়েছে।

'হ্যাপি প্যাটেল' দিয়ে পরিচালনায় অভিষেক করতে চলেছেন বীর দাস। আমির খানের প্রযোজনায় 'দিল্লি বেলি' ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন ইমরান ও বীর। ডিজনি প্লাস হটস্টারের একটি স্পাই সিরিজ দিয়ে ইমরানের প্রত্যাবর্তন হওয়ার কথা ছিল। তবে গত বছর হটস্টার জিও অধিগ্রহণ করার পরে প্রকল্পটি বাতিল করা হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে কঠিন সময় কাটাতে হয়েছে ইমরানকে। ওজন বেড়ে যাওয়ায় ট্রোলের শিকার হতে হয়েছিল। এমনকী অর্থকষ্টে ভুগছেন বলেও একাধিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। তিনি নিজেও জানান, বড় ফ্ল্যাট, দামি গাড়ি বিক্রি করে এখন থাকেন এক রুমের ফ্ল্যাটে। স্ত্রী অবন্তিকার সঙ্গেও ডিভোর্সের মামলা চলছে বহু বছর ধরে। সব মিলিয়ে ক্যারিয়ারে সুসময় ফিরুক ইমরানের, এমনটাই চান ভক্তরা।

ইতিহাস গড়ে রোনালদোকে টপকালেন মেসি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। বিশ্ব ফুটবলের দুই মহাতারকা। টানা দুই দশক ধরে মাতাচ্ছেন মাঠ, গড়ছেন একের পর এক রেকর্ড। শুধু তাই নয়, এই দুই মহাতারকার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে প্রতিনিয়তই। কে কার থেকে সেরা, এমন প্রশ্নে বরাবরই বিতর্কে জড়ান ফুটবল প্রেমীরাও।

রোববার নিউ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এমএলএসের ম্যাচে মাঠে নেমেছিলেন লিওনেল মেসি। ওই ম্যাচে জোড়া গোল করে পেনাল্টিহীন গোলের হিসেবে পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে ছাড়িয়ে গেলেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসি। সেইসাথে মেজর লিগ সকারের ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টানা ৫ ম্যাচে একাধিক গোলে অবদান রাখলেন তিনি।

সাড়ে ৬৫ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার স্টেডিয়ামে দর্শকরা থিতু হয়ে বসার আগেই গোল দিয়ে বসে স্বাগতিক নিউ ইংল্যান্ড। দর্শকরাও উত্তাল। ধারাভাষ্যকারের চিৎকার, স্বপ্নের মতো শুরু নিউ ইংল্যান্ডের। তবে প্রতিপক্ষ দলে যখন একজন লিওনেল মেসি থাকেন, দুঃস্বপ্নরা তো ভর করে সর্বক্ষণ! ঠিক তাই হয়েছে। এরপর থেকে ম্যাচটি ছিল শুধুই মেসি ঝলকের। জোড়া গোল করলেন এবং জোড়া গোল করান দুই সতীর্থকে দিয়ে। এর মাধ্যমে ইতিহাস গড়া এক কীর্তি গড়লেন ম্যাজিশিয়ান মেসি।

দুই গোল করে চলতি মৌসুমের গোল স্কোরারদের তালিকায় নিজেকে সবার ওপরে তুলে নেন মেসি। লিগে ৭ ম্যাচ খেলে তার গোল এখন ৯টি। এছাড়া ৭ ম্যাচে সবমিলিয়ে ১৬ গোলে অবদান রেখেছেন এলএম টেন। গোল-অ্যাসিস্টে মেজর লিগ সকারের ইতিহাসে এটি নতুন এক রেকর্ড।

রোনালদো ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গোলের মালিক তিনিই। আন্তর্জাতিক ফুটবলেও গোলের হিসাবে সবার ওপরে আছে তার নাম। তবে একটি পরিসংখ্যানে তিনি মেসির পেছনে। রোববার মেসি ক্যারিয়ারে পেনাল্টি ছাড়া নিজের ৭২২ এবং ৭২৩তম গোল করেছেন। বিপরীতে রোনালদোর পেনাল্টি ছাড়া গোলের সংখ্যা ৭২১টি।

ক্লাব এবং লিগের হিসেবে এই তালিকায় মেসি এগিয়ে আছেন আগে থেকেই। সব ক্লাব মিলিয়ে মেসি পেনাল্টি ছাড়া গোল দিয়েছেন ৬৪১টি আর রোনালদো করেছেন ৬১৩ গোল। লিগ হিসেবে মেসির পেনাল্টিহীন ৪৪৫ গোলের বিপরীতে রোনালদোর গোল ৪৩০টি।

জাতীয় দলের হয়ে বেশ অনেকটা এগিয়ে রোনালদো। পর্তুগালের জার্সিতে ২০৩ ম্যাচে ১২৭টি গোল করেছেন সিআর-সেভেন। এর মধ্যে পেনাল্টি ছাড়া ১০৮ গোল করেছেন রোনালদো। বিপরীতে আর্জেন্টিনার জার্সিতে ১৭৮ ম্যাচে মেসির গোল ১০৬টি। মেসির পেনাল্টিহীন গোল ৮২টি।

আমার কাছে দলের জন্য ম্যাচ জয়ই আসল: কোহলি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় ক্রিকেটের মহাতারকা বিরাট কোহলি। আইপিএলের এবারের আসরে শুরু থেকেই দুর্দান্ত ফর্মে আছেন তিনি। যার জন্য অরেঞ্জ ক্যাপটা এখনও নিজের দখলে রেখেছেন তিনি। কিন্তু এবার সেই কোহলিকেই ব্যাটিংয়ের জন্য শুনতে হচ্ছে সমালোচনা। কারণটা মূলত কোহলির স্ট্রাইক রেট।

এবারের আসরে এখনও পর্যন্ত ১০ ম্যাচ খেলেছেন কোহলি। প্রায় ৭১ গড়ে করেছেন ৫০০ রান। যেখানে তিনি ব্যাটিং করেছেন প্রায় ১৪৭ স্ট্রাইকরেটে। আসরে ৪ ফিফটির পাশাপাশি একটি সেঞ্চুরিও করেছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর এই ওপেনার।

নিজের ব্যাটিং নিয়ে কোহলি বলেন, 'যেসব লোক স্ট্রাইক রেট এবং আমার স্পিন ভালো খেলতে না পারা নিয়ে কথা বলে, তারা এসব (পরিসংখ্যান) নিয়েই কথা বলে। আমার কাছে দলের জন্য ম্যাচ জয়ই আসল এবং এ কারণেই আপনি এটা ১৫ বছর ধরে করে যাবেন।'

'আপনি দিনের পর দিন এটা করে যাচ্ছেন, আপনি দলকে ম্যাচ জিতিয়েছেন। আমি জানি না, এমন পরিস্থিতিতে আপনারা কখনো পড়েছেন কি না। কিন্তু বক্সে বসে ম্যাচ নিয়ে কথা বলছেন।'-যোগ করেন কোহলি।

রেকর্ডবুকে নতুন পৃষ্ঠা যোগ করলেন ধোনী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দলকে দারুণভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার অনন্য গুণের জন্য ব্যাপক জনপ্রিয় মহেন্দ্র সিং ধোনী। জাতীয় দল হোক কিংবা ফ্রাঞ্চাইজি লীগ সব জায়গায় দেখিয়েছেনে মুন্সিয়ানা। চাপ সামলে কীভাবে সফল হওয়া যায়, বারবার তিনি তা মাঠে প্রমাণ করেছেন। তার নেতৃত্ব গুণেই চেন্নাই আইপিএল শিরোপা জিতেছে ৫ বার। দলকে দারুণভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার গুণ থাকার কারণেই সবার কাছে ব্যাপক জনপ্রিয় ধোনি। চাপ সামলে কীভাবে সফল হওয়া যায়, তার চেয়ে মনে হয় আর কেউ ভালো বোঝেন না। চেন্নাইকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে আইপিএলের শিরোপা জিতিয়েছেন মোট ৫ বার। আইপিএলের বর্তমান চ্যাম্পিয়নও ধোনির দল চেন্নাই। রেকর্ডের বহু পাতা জুড়ে তার নাম রয়েছে স্বর্ণালী অক্ষরে। আর এই পাতায় নতুন এক পৃষ্ঠা যোগ হয়েছে। গতকাল নিজেদের ঘরের মাঠে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদকে ৭৮ রানে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের ৩ নম্বরে উঠে এসেছে দলটি। আর এই জয়ে নিজের মুকুটে নতুন পালক যোগ করেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

হায়দ্রাবাদের বিপক্ষে ম্যাচ জিতে আইপিএলের ইতিহাসে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে এক দলের হয়ে ১৫০ ম্যাচ জয়ের রেকর্ড করেছেন ধোনি।

চলতি আসরে শেষ দিকে প্রতিপক্ষ দলের বোলাদের ত্রাস হিসেবে ব্যাটিংয়ে নামেন ধোনি। শেষ দিকে ব্যাটিংয়ে নেমে রাখেন ফিনিশারের ভূমিকা। এই মৌসুমে ৯ ম্যাচে ৭ ইনিংস ব্যাট করে ২৫৯.৪৬ স্ট্রাইরেটে ৯৬ রান করেছেন ধোনি।

২০০৮ সাল থেকে আইপিএলের ইতিহাসে মোট ২৫৯ ম্যাচ খেলেছেন ধোনি। ২৪ হাফসেঞ্চুরির সঙ্গে ১৩৭.১৩ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করে রান করেছেন ৫ হাজার ১৭৮।

চেন্নাইয়ের ঘুরে দাঁড়ানোর এই দিনে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমানও। লখনৌ সুপার জায়ান্টের বিপক্ষে আগের ম্যাচে যেখানে ৩.৩ ওভার বল করে খরচ করেছিলেন ৫১ রান, সেখানে গতকাল ২.৫ ওভার বল করে মোস্তাফিজ দিয়েছেন মোটে ১৯ রান। শিকার করেছেন ২ উইকেট।

হঠাৎ কেন বিস্ফোরক সিরাজ?

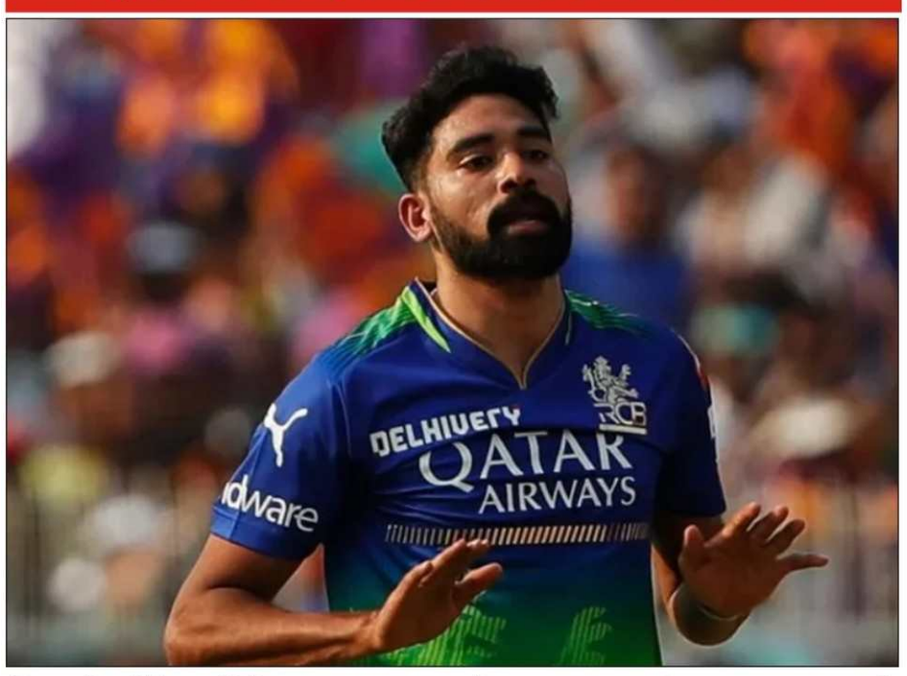

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলের পিচ নিয়ে বিরক্ত বোলারেরা। তাদের জন্য কিছু থাকছে না পিচে। ব্যাটারেরা সহজে রান তুলছেন। রবিচন্দ্র অশ্বিনের পর পিচ নিয়ে সরব হলেন মোহাম্মদ সিরাজও। তার বক্তব্য, এবারের আইপিএলে লুকোনোর জায়গাও নেই বোলারদের জন্য।

গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে জয়ের পর মুখ খুলেছেন বিরক্ত সিরাজ। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বোলার বলেছেন, 'আইপিএলে ক্রিকেটের মান খুবই ভাল। প্রতি দুটো ম্যাচের একটায় বড় রান হচ্ছে। আইপিএলের ম্যাচগুলিতে এখন ২৫০-২৬০ রান হচ্ছে। আগে কিন্তু এ রকম হত না। খুব সম্প্রতিই আমরা দেখছি ২৫০-এর কাছাকাছি বা বেশি রান উঠতে। গত মৌসুম থেকে বেশি হচ্ছে এরকম রান। অত্যন্ত বেশি রান উঠছে। বোলারেরা পিচ থেকে কোনও সাহায্য পাচ্ছে না। বাউন্ডারি ছোট করে দেওয়া হয়েছে। পাটা পিচ তৈরি করা হচ্ছে। আগে নতুন বল কিছুটা সুইং করত। এখন সেটাও হয় না। অনেক কিছু বদলে গিয়েছে। বোলারদের জন্য কিছুই হয়নি। বোলারেরা এখন মার খাওয়ার জন্যই মাঠে নামে।'

সিরাজের মতে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে ওভারপ্রতি ১০ রান ওঠা সহজ হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমাদের বোলারদের মানিয়ে নিতে হচ্ছে। বিশেষ করে আমাকে। জীবনে অনেক উত্থানপতন দেখেছি। বোলার হিসাবে বিশ্বাস করি, কোনও ম্যাচে মার খেলেও পরের ম্যাচে ফিরে আসতে পারব। সব সময় সে ভাবেই চেষ্টা করেছি। কখনও হাল ছেড়ে দিই না। কিন্তু খেলাটা এখন এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, ভাল বলেও চার হয়ে যাচ্ছে। আমার কোনও সমস্যা নেই। মনে করছি না, আইপিএলে আমি খারাপ বল করছি। ৪০ রান এখন স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। কয়েক বছর আগে হলেও সবাই বলত, 'ও পারছে না। ৪ ওভারে ৪০ রান দিয়েছে।' এখন কেউ কিছু বলে না।'

এই পরিস্থিতিতে বোলারেরা আত্মবিশ্বাস ধরে রাখবেন কী ভাবে? সিরাজ বলেছেন, 'নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে, আমরা খারাপ বোলার নই। একটা ম্যাচে ২৫০ রানের বেশি হলেও হতাশ হলে চলবে না। সব ম্যাচে এক জন খারাপ বল করতে পারে না। আর আমরা ভাল বোলার বলেই আইপিএল খেলছি। আমি শুধু অন্য বোলারদের শুভেচ্ছা জানাতে পারি।'

আইপিএলের পিচ নিয়ে সমালোচনা কম হচ্ছে না। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একাংশও হতাশ। ওয়াসিম আকরাম যেমন বলেছেন, 'ভাগ্যিস এখন ক্রিকেট খেলি না। আইপিএল দেখে মনে হচ্ছে, ৫০ ওভারের ম্যাচে ৪৫০-৫০০ রান উঠে যাবে। ব্যাট-বলের লড়াই বলে কিছুই নেই।' আইপিএলের পিচ ক্রিকেটের আসল উত্তেজনা শেষ করে দিয়েছে, মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ। আইপিএলে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলা বোলারেরাও এ বার মুখ খুলতে শুরু করেছেন।

চেলসি ছাড়ার ঘোষণা দিলেন সিলভা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২০-২১ মৌসুমে পিএসজি থেকে ফ্রি ট্রান্সফারে চেলসিতে যোগ দেন থিয়াগো সিলভা। বয়স তখন ৩৫ হলেও দ্রুতই জায়গা করে নেন শুরুর একাদশে। লন্ডনের ক্লাবটির হয়ে কেবল এক মৌসুমের জন্য এলেও চার মৌসুমে এখন পর্যন্ত ১৫১ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। চ্যাম্পিয়নস লিগসহ জিতেছেন তিনটি শিরোপা। তবে নতুন করে চুক্তি বৃদ্ধি করছেন না ৩৯ বছর বয়সী এই ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার। ভেজা চোখে মৌসুম শেষে চেলসি ছাড়ার ঘোষণা দিলেন তিনি।

চেলসির প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে এক ভিডিও বার্তায় সিলভা বলেন, 'চেলসি আমার কাছে অনেক কিছু। এখানে কেবল এক বছর থাকার ইচ্ছা নিয়ে এসেছিলাম আমি এবং চার বছর হয়ে গেল। শুধু আমার নয়, আমার পরিবারের জন্যও। সবচেয়ে স্বাভাবিকভাবে বিদায় জানানোটা ইতোমধ্যেই কঠিন। কিন্তু যখন পারস্পরিক ভালোবাসা থাকে, তা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। তবে যে একবার ব্লুজের অংশ হয়ে পড়ে, সে সবসময়ই ব্লুজ থাকে। এ এক অবর্ণনীয় ভালোবাসা। আমি কেবল ধন্যবাদই জানাতে পারি।'

চেলসির হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতাটা সিলভার কাছে ছিল স্বপ্নের মতো। যা এসি মিলান ও পিএসজির হয়ে দীর্ঘসময় খেলেও পারেননি। তাই চেলসিকে চিরবিদায় জানাচ্ছেন না এই ডিফেন্ডার। ফিরতে চান অন্য কোনো ভূমিকায়।

সিলভা বলেন, 'আমার ছেলেরা চেলসির হয়ে খেলছে। তাই চেলসি পরিবারের অংশ হওয়াটা বিশাল সম্মানের। আশা করি তারা তাদের ক্যারিয়ার অব্যাহত রাখবে এই বিজয়ী ক্লাবে, যার অংশ হওয়ার জন্য অনেক খেলোয়াড়ই মরিয়া হয়ে থাকে। আমি সবসময়ই এখানে নিজের সেরাটা দিয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সবকিছুরই শুরু ও শেষ হয়েছে। এর মানে এই নয় যে, এটাই চিরবিদায়।'

'দরজা খোলা রেখেই যাচ্ছি আমি, যাতে করে অদূর ভবিষ্যতে অন্য কোনো ভূমিকায় ফিরতে পারি। বিদায় তারাই জানায়, যারা ছেড়ে চলে যায় এবং ফিরে আসে না। তবে একদিন আমার এখানে ফেরার ইচ্ছা আছে।'

চলতি মৌসুমে সময় ভালো যাচ্ছে না চেলসির। প্রিমিয়ার লিগে ৩৩ ম্যাচ শেষে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের নয়ে আছে তারা।

রিয়ালের বিপক্ষে লড়াইকে 'ফাইনাল' হিসেবে দেখছেন বায়ার্ন কোচ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে রিয়াল মাদ্রিদের মুখোমুখি হচ্ছে বায়ার্ন মিউনিখ। তবে ম্যাচটি সেমিফাইনাল নয় বরং ফাইনাল হিসেবেই দেখছেন বায়ার্ন কোচ টমাস টুখেল। ঘরের মাঠে রিয়ালকে এমনই বিধ্বস্ত করতে চান তিনি, যেন দ্বিতীয় লেগ নিয়ে ভাবার প্রয়োজনই না লাগে।

এখন পর্যন্ত ২৬ বার রিয়ালের মুখোমুখি হয়েছে বায়ার্ন। এর মধ্যে ১১টিতে জিতেছে তারা। সবশেষ ২০১৭-১৮ মৌসুমেও সেমিফাইনাল খেলেছিল দুই দল। সেবার দুই লেগ মিলিয়ে ৪-৩ গোলে বায়ার্নকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে রিয়াল। তবে এবার এর পুনরাবৃত্তি চান না টুখেল।

ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে বায়ার্ন কোচ বলেন, 'এই ম্যাচকে ফাইনালের মতো করে ভাবছি আমরা। এমন লাইন-আপ সাজাব যা দেখলে মনে হবে ফাইনালের জন্যই খেলছি। হ্যাঁ, আমরা জানি কিছু খেলোয়াড় পুরো ম্যাচ খেলতে পারবে না। কিন্তু আমরা এটা ভাবব না যে, দ্বিতীয় লেগ বাকি আছে। আমি কেবল এই একটা ম্যাচ জেতা নিয়েই ভাবতে চাই এবং এরপর মাদ্রিদে সেরা অবস্থায় থেকে পৌঁছাব।'

'আমাদের লক্ষ্য হলো ওয়েম্বলিতে (ফাইনালের ভেন্যু) জায়গা করে নেওয়া। আমরা আর্সেনালকে হারিয়েছি এবং এটা আমাদের প্রচুর আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে খেলাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। আমরা লড়াইয়ের জন্য মরিয়া হয়ে আছি। আমাদের চোখ কেবল কালকের ম্যাচ নিয়েই।'

কোয়ার্টার ফাইনালে ম্যানচেস্টার সিটির মাঠে গিয়ে জয় নিয়ে আসে রিয়াল। যার ফলে স্বস্তিতে ভাসছেন কোচ কার্লো আনচেলত্তি। তাকে নিয়ে টুখেল বলেন, 'কার্লো একজন কিংবদন্তি। তার মধ্যে শান্ত ও অভিজ্ঞতার ছাপ দেখা যায়। তবে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজেদের নিয়ে ভাবা। সমাধান খুঁজতে আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা সবাই এই লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছি।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR